ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের নানাবিধ অসংগতি ও দুর্নীতি

প্রেজেন্টেশন আউটলাইন

১। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা সংক্রান্ত অসংগতি ও অনিয়ম।

২। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিশ্লেষণ ও অনিয়মের চিত্র।

৩। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি।

৪। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দুদকের চলমান অনুসন্ধানের হালনাগাদ তথ্যাদি।

৫। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি।

১। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা সংক্রান্ত অসংগতি

ক।	এক নজরে গ্রামীন ব্যাংক
খ।	গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যন্তরে SAF ফান্ড গঠন
গ।	গ্রামীণ কল্যাণ গঠন
ঘ।	গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে অর্থ স্থানান্তর
ঙ।	গ্রামীণ টেলিকম গঠন
চ।	গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ টেলিকমকে আর্থিক সহায়তা
ছ।	গ্রামীণ টেলিকম এর সাথে গ্রামীন কল্যাণের সম্পর্ক
জ।	গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল SVCF হতে গ্রামীণ ফান্ড গঠন
ঝ।	গ্রামীণ ব্যাংক হতে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ (২০১১)
ঞ।	মন্তব্য ও সুপারিশ

এক নজরে গ্রামীন ব্যাংক

ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের সূচনা হয়।

১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত প্রকল্পটিকে সহায়তা প্রদান করে।

গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ নং ধারা অনুযায়ী এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ (Statutory Public Authority)।

গ্রামীণ ব্যাংকের অধ্যাদেশটি ১৯৮৬ ও ১৯৯০ সালে দুইবার সংশোধিত হয়।

১৯৮৬ এর সংশোধনী অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকে সরকার ও গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের মূলধনের অনুপাত যথাক্রমে ৭৫% ও ২৫%।

Grameen Bank

বর্তমানে ২০১৩ সালে প্রণীত গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যন্তরে SAF ফান্ড গঠন

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে নরওয়ে সরকারের চুক্তির বলে গ্রামীণ ব্যাংক NORAD এবং SIDA, CIDA, USAID, Ford Foundation সহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর নিকট হতে ঋণ ও অনুদান পায়।

গ্রামীণ ব্যাংকের তৃতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সময়ে (১৯৮৯-১৯৯৩) দাতাসংস্থা সমূহের প্রজেক্ট ডকুমেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী (সংযুক্তি-১) প্রদত্ত ঋণ ও অনুদানের উপর গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ২% Imputed Interest প্রদান পূর্বক সেই অর্থ দিয়ে **১৯৯০ সালে SAF (Social Advancment Fund) ফান্ড গঠন করা হয়।**

২৯/১২/১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের ৩৪ তম বোর্ড সভায় উক্ত ফান্ড গঠনের বিষয়টি পরিচালনা পরিষদকে অবহিত করা হয় এবং উক্ত ফান্ডের সমুদয় অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। **১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উক্ত ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪.২৫ কোটি টাকা।**

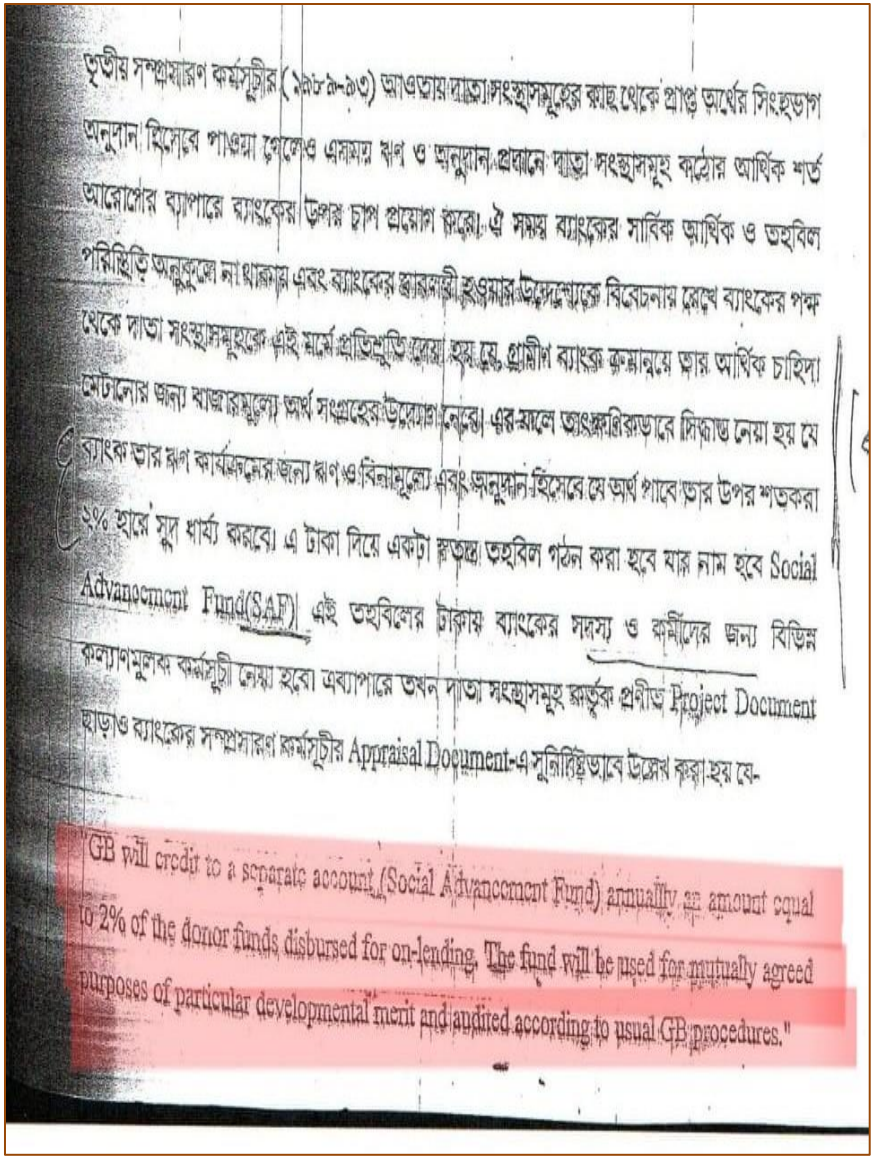

তৃতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীর (১৯৮৯-৯৩) আওতায় দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ অনুদান হিসেবে পাওয়া গেলেও এসময় ঋণ ও অনুদান প্রদানে দাতা সংস্থাসমূহ কঠোর আর্থিক শর্ত আরোপের ব্যাপারে ব্যাংকের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ঐ সময় ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক ও তহবিল পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় এবং ব্যাংকের স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের পক্ষ থেকে দাতা সংস্থাসমূহকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংক ক্রমান্বয়ে তার আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাজারমূল্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেবে। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ব্যাংক তার ঋণ কার্যক্রমের জন্য ঋণ ও বিনামূল্যে এবং অনুদান হিসেবে যে অর্থ পাবে তার উপর শতকরা ২% হারে সুদ ধার্য্য করবে। এ টাকা দিয়ে একটা স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করা হবে যার নাম হবে Social Advancement Fund(SAF)। এই তহবিলের টাকায় ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী নেয়া হবে। এব্যাপারে তখন দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রণীত Project Document ছাড়াও ব্যাংকের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর Appraisal Document-এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে-

"GB will credit to a separate account (Social Advancement Fund) annually an amount equal to 2% of the donor funds disbursed for on-lending. The fund will be used for mutually agreed purposes of particular developmental merit and audited according to usual GB procedures."

গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যন্তরে SAF ফান্ড গঠন

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য এবং কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে SAF (Social Advancement Fund) গঠন এবং এই তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীকে SAF (Social Advancement Fund) গঠনের প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করেন। তিনি সাধারণ ও যৌথ ঋণ কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত অনুদানের উপর সুদের হার ২% থেকে বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে ৬%-এ উন্নীত করার ব্যাপারে আলোচ্যসূচীতে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেন। SAF গঠন, এর ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে এই তহবিল বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হয়ে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে -

সিদ্ধান্ত ঃ

৩৪.৯.১ গ্রামীণ ব্যাংকের তৃতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সাধারণ ও যৌথ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাপ্ত অনুদানের উপর ২% সুদ ধার্য করে SAF (Social Advancement Fund)-র গঠন সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলী অবহিত হলো।

৩৪.৯.২ দাতা সংস্থার সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী সাধারণ ও যৌথ ঋণ কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত অনুদানের উপর বর্তমানে ২% সুদ যেটা ধার্য্য রয়েছে [illegible] তার ১% ব্যাংকের কর্মীদের কল্যাণে এবং ১% সদস্যদের কল্যাণে বরাবরই ব্যয় করা হবে।

৩৪.৯.৩ ব্যাংকের তৃতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ও যৌথ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অনুদান পাওয়া গেছে সেই অনুদানের উপর জানুয়ারী ১, ১৯৯৩ তারিখ থেকে ২%-র অতিরিক্ত পর্যায়ক্রমে আরও ৪% অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। পর্যায়ক্রমে বর্ধিত অতিরিক্ত ৪% সুদও SAF-এ জমা হবে এবং অতিরিক্ত ৪% সুদের সম্পূর্ণ টাকায় সদস্যদের কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩৪.৯.৪ দাতা সংস্থা থেকে সাধারণ ও যৌথ ঋণের জন্য কেবলমাত্র অনুদানে যে টাকা পাওয়া যাবে তার বেলায় উপরোক্ত নিয়মে SAF থেকে ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী নেয়া হবে। ৬% এর কম সুদের ঋণে (যদি সুদ বিহীনও হয়) সাধারণ ও যৌথ ঋণ কর্মসূচীর জন্য যে টাকা পাওয়া যাবে তার বেলাও একই নিয়মে সুদের হার ৬% পর্যন্ত চার্জ করে SAF-এ জমা করা হবে, তবে এর পুরোটাই সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ ঋণে প্রাপ্ত টাকার উপর চার্জকৃত এই সুদ থেকে ব্যাংকের কর্মীদের কল্যাণে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হবে না।

৩৪.৯.৫ কোন্ বছর কত পরিমাণে এ সুদের পরিমাণ বাড়ানো হবে সেটা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে দেয়া হলো।

৩৪.৯.৬ উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে SAF (Social Advancement Fund) দিয়ে ব্যাংকের কর্মী ও সদস্যদের জন্য যে সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে তা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

গ্রামীণ কল্যাণ গঠন

২৫/০৪/১৯৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের ৪২ তম বোর্ড সভায় গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণের জন্য 'কোম্পানী আইন-১৯৯৪' এর আওতায় 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামক একটি পৃথক কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে 'গ্রামীণ কল্যাণ' প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট হতে ঋণ দানের জন্য অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত টাকা এবং SAF ফান্ডের টাকা গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে হস্তান্তর করা হবে।

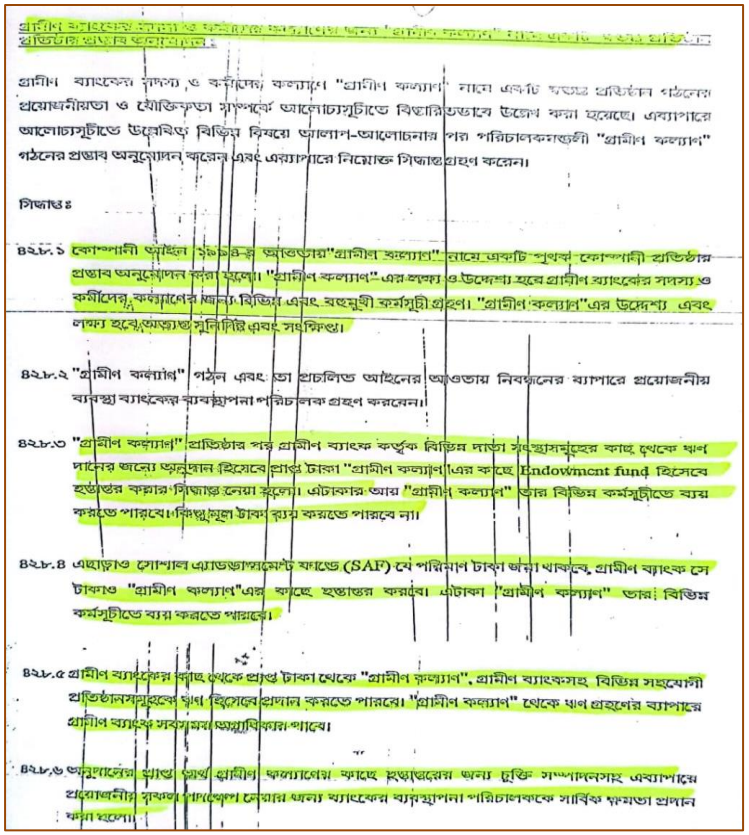

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণে "গ্রামীণ কল্যাণ" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচ্যসূচীতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এব্যাপারে আলোচ্যসূচীতে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর পরিচালকমন্ডলী "গ্রামীণ কল্যাণ" গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং এব্যাপারে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

৪২৮.১ কোম্পানী আইন ১৯৯৪-র আওতায় "গ্রামীণ কল্যাণ" নামে একটি পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। "গ্রামীণ কল্যাণ" এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন এবং বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ। "গ্রামীণ কল্যাণ"এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হবে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত।

৪২৮.২ "গ্রামীণ কল্যাণ" গঠন এবং তা প্রচলিত আইনের আওতায় নিবন্ধনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রহণ করবেন।

৪২৮.৩ "গ্রামীণ কল্যাণ" প্রতিষ্ঠার পর গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে ঋণ দানের জন্যে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত টাকা "গ্রামীণ কল্যাণ"এর কাছে Endowment fund হিসেবে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এটাকার আয় "গ্রামীণ কল্যাণ" তার বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যয় করতে পারবে। কিন্তু মূলা টাকা ব্যয় করতে পারবে না।

৪২৮.৪ এছাড়াও সোশ্যাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফান্ডে (SAF) যে পরিমাণ টাকা জমা থাকবে, গ্রামীণ ব্যাংক সে টাকাও "গ্রামীণ কল্যাণ"এর কাছে হস্তান্তর করবে। এটাকা "গ্রামীণ কল্যাণ" তার বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যয় করতে পারবে।

৪২৮.৫ গ্রামীণ ব্যাংকের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা থেকে "গ্রামীণ কল্যাণ", গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে। "গ্রামীণ কল্যাণ" থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বাধিকার পাবে।

৪২৮.৬ অনুদানের প্রাপ্ত অর্থ গ্রামীণ কল্যাণের কাছে হস্তান্তরের জন্য চুক্তি সম্পাদনসহ এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

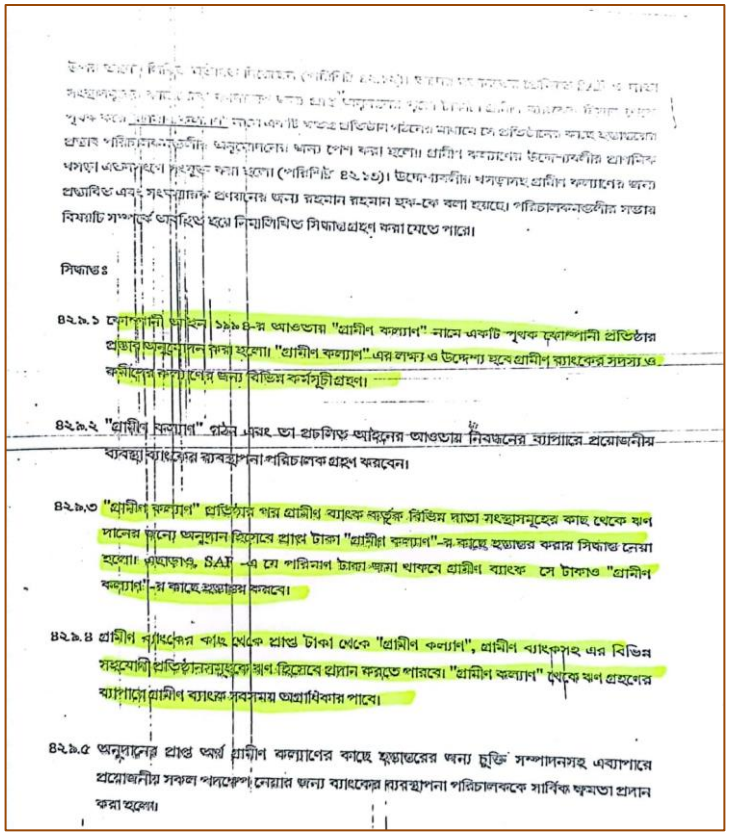

সিদ্ধান্তঃ

৪২৯.১ কোম্পানী আইন ১৯৯৪-র আওতায় "গ্রামীণ কল্যাণ" নামে একটি পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। "গ্রামীণ কল্যাণ" এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

৪২৯.২ "গ্রামীণ কল্যাণ" গঠন এবং তা প্রচলিত আইনের আওতায় নিবন্ধনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রহণ করবেন।

৪২৯.৩ "গ্রামীণ কল্যাণ" প্রতিষ্ঠার পর গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে ঋণ দানের জন্যে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত টাকা "গ্রামীণ কল্যাণ"-র কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এছাড়াও, SAF -এ যে পরিমাণ টাকা জমা থাকবে গ্রামীণ ব্যাংক সে টাকাও "গ্রামীণ কল্যাণ"-র কাছে হস্তান্তর করবে।

৪২৯.৪ গ্রামীণ ব্যাংকের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা থেকে "গ্রামীণ কল্যাণ", গ্রামীণ ব্যাংকসহ এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে। "গ্রামীণ কল্যাণ" থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বাধিকার পাবে।

৪২৯.৫ অনুদানের প্রাপ্ত অর্থ গ্রামীণ কল্যাণের কাছে হস্তান্তরের জন্য চুক্তি সম্পাদনসহ এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

গ্রামীণ কল্যাণ গঠন

৪/১১/১৯৯৬ তারিখে ‘কোম্পানী আইন-১৯৯৪’ এর আওতায় ‘গ্রামীণ কল্যাণ’ নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যাল অনুযায়ী গ্রামীণ কল্যাণে সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য থাকবে এবং তন্মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বোচ্চ ১০ জনকে মনোনীত করতে পারবে।

গ্রামীণ কল্যাণের আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন ৩২ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের দুইজন সদস্য মনোনয়ন প্রদান করবে।

৪৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় গ্রামীণ কল্যাণের চেয়ারম্যান হবেন গ্রামীণ ব্যাংক মনোনীত একজন ব্যক্তি।

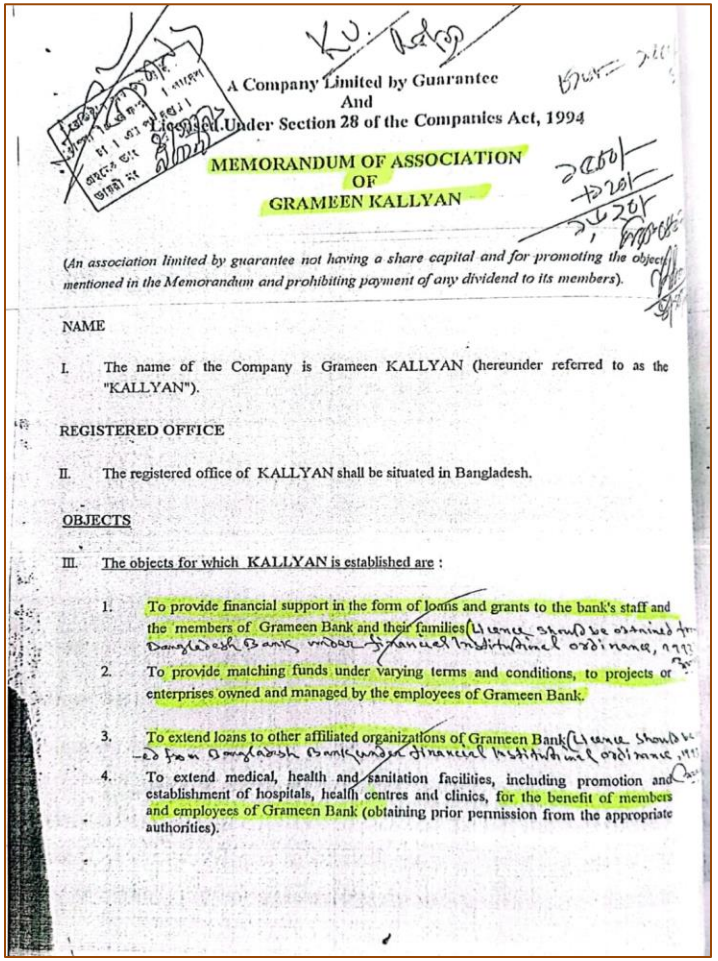

A Company Limited by Guarantee
And
Licensed Under Section 28 of the Companies Act, 1994

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
GRAMEEN KALLYAN

(An association limited by guarantee not having a share capital and for promoting the objects mentioned in the Memorandum and prohibiting payment of any dividend to its members).

NAME

I. The name of the Company is Grameen KALLYAN (hereunder referred to as the "KALLYAN").

REGISTERED OFFICE

II. The registered office of KALLYAN shall be situated in Bangladesh.

OBJECTS

III. The objects for which KALLYAN is established are :

1. To provide financial support in the form of loans and grants to the bank's staff and the members of Grameen Bank and their families
2. To provide matching funds under varying terms and conditions, to projects or enterprises owned and managed by the employees of Grameen Bank.
3. To extend loans to other affiliated organizations of Grameen Bank
4. To extend medical, health and sanitation facilities, including promotion and establishment of hospitals, health centres and clinics, for the benefit of members and employees of Grameen Bank (obtaining prior permission from the appropriate authorities).

গ্রামীণ কল্যাণ গঠন

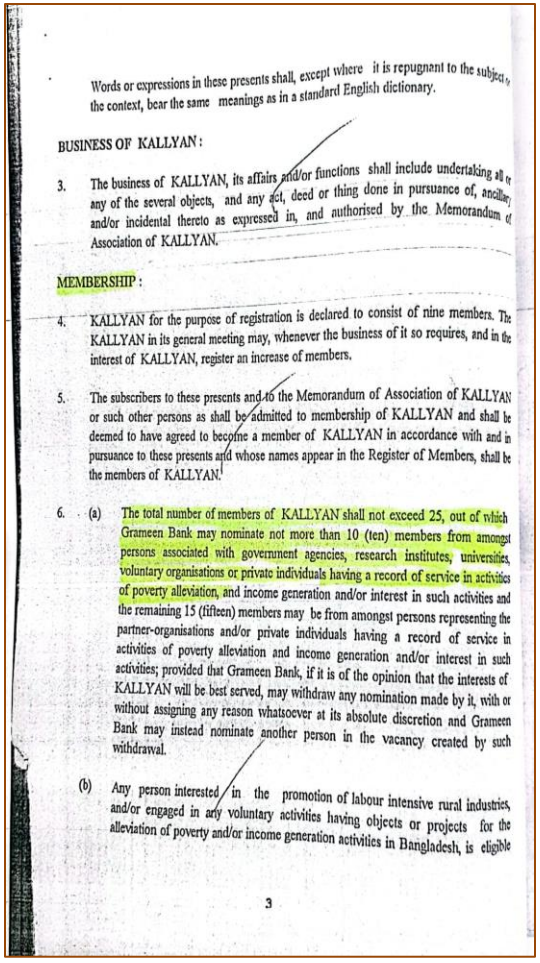

Words or expressions in these presents shall, except where it is repugnant to the subject or the context, bear the same meanings as in a standard English dictionary.

BUSINESS OF KALLYAN :

3. The business of KALLYAN, its affairs and/or functions shall include undertaking all or any of the several objects, and any act, deed or thing done in pursuance of, ancillary and/or incidental thereto as expressed in, and authorised by the Memorandum of Association of KALLYAN.

MEMBERSHIP :

4. KALLYAN for the purpose of registration is declared to consist of nine members. The KALLYAN in its general meeting may, whenever the business of it so requires, and in the interest of KALLYAN, register an increase of members.

5. The subscribers to these presents and to the Memorandum of Association of KALLYAN or such other persons as shall be admitted to membership of KALLYAN and shall be deemed to have agreed to become a member of KALLYAN in accordance with and in pursuance to these presents and whose names appear in the Register of Members, shall be the members of KALLYAN.

6. (a) The total number of members of KALLYAN shall not exceed 25, out of which Grameen Bank may nominate not more than 10 (ten) members from amongst persons associated with government agencies, research institutes, universities, voluntary organisations or private individuals having a record of service in activities of poverty alleviation, and income generation and/or interest in such activities and the remaining 15 (fifteen) members may be from amongst persons representing the partner-organisations and/or private individuals having a record of service in activities of poverty alleviation and income generation and/or interest in such activities; provided that Grameen Bank, if it is of the opinion that the interests of KALLYAN will be best served, may withdraw any nomination made by it, with or without assigning any reason whatsoever at its absolute discretion and Grameen Bank may instead nominate another person in the vacancy created by such withdrawal.

(b) Any person interested in the promotion of labour intensive rural industries, and/or engaged in any voluntary activities having objects or projects for the alleviation of poverty and/or income generation activities in Bangladesh, is eligible

3

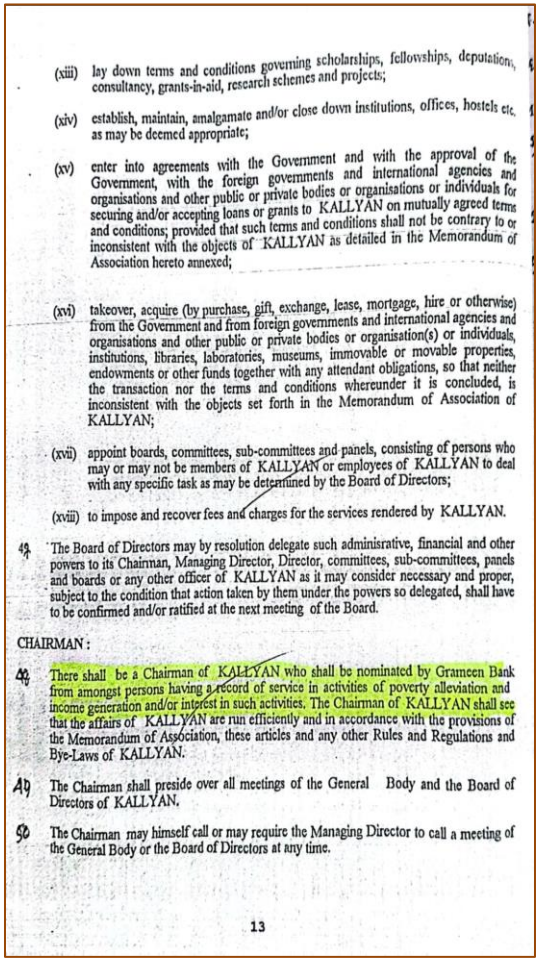

(xiii) lay down terms and conditions governing scholarships, fellowships, deputations, consultancy, grants-in-aid, research schemes and projects;

(xiv) establish, maintain, amalgamate and/or close down institutions, offices, hostels etc. as may be deemed appropriate;

(xv) enter into agreements with the Government and with the approval of the Government, with the foreign governments and international agencies and organisations and other public or private bodies or organisations or individuals for securing and/or accepting loans or grants to KALLYAN on mutually agreed terms and conditions; provided that such terms and conditions shall not be contrary to or inconsistent with the objects of KALLYAN as detailed in the Memorandum of Association hereto annexed;

(xvi) takeover, acquire (by purchase, gift, exchange, lease, mortgage, hire or otherwise) from the Government and from foreign governments and international agencies and organisations and other public or private bodies or organisation(s) or individuals, institutions, libraries, laboratories, museums, immovable or movable properties, endowments or other funds together with any attendant obligations, so that neither the transaction nor the terms and conditions whereunder it is concluded, is inconsistent with the objects set forth in the Memorandum of Association of KALLYAN;

(xvii) appoint boards, committees, sub-committees and panels, consisting of persons who may or may not be members of KALLYAN or employees of KALLYAN to deal with any specific task as may be determined by the Board of Directors;

(xviii) to impose and recover fees and charges for the services rendered by KALLYAN.

49. The Board of Directors may by resolution delegate such administrative, financial and other powers to its Chairman, Managing Director, Director, committees, sub-committees, panels and boards or any other officer of KALLYAN as it may consider necessary and proper, subject to the condition that action taken by them under the powers so delegated, shall have to be confirmed and/or ratified at the next meeting of the Board.

CHAIRMAN :

40. There shall be a Chairman of KALLYAN who shall be nominated by Grameen Bank from amongst persons having a record of service in activities of poverty alleviation and income generation and/or interest in such activities. The Chairman of KALLYAN shall see that the affairs of KALLYAN are run efficiently and in accordance with the provisions of the Memorandum of Association, these articles and any other Rules and Regulations and Bye-Laws of KALLYAN.

41. The Chairman shall preside over all meetings of the General Body and the Board of Directors of KALLYAN.

50. The Chairman may himself call or may require the Managing Director to call a meeting of the General Body or the Board of Directors at any time.

13

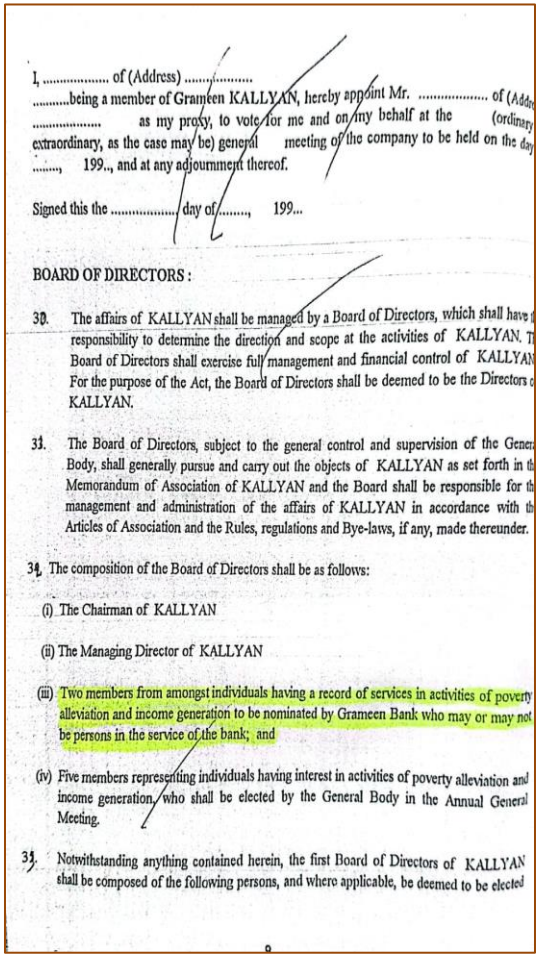

I, ... of (Address) .....
.....being a member of Grameen KALLYAN, hereby appoint Mr. ..... of (Addr
..... as my proxy, to vote for me and on my behalf at the (ordinary
extraordinary, as the case may be) general meeting of the company to be held on the day
....., 199.., and at any adjournment thereof.

Signed this the ..... day of....., 199...

BOARD OF DIRECTORS :

30. The affairs of KALLYAN shall be managed by a Board of Directors, which shall have t responsibility to determine the direction and scope at the activities of KALLYAN. T Board of Directors shall exercise full management and financial control of KALLYAN For the purpose of the Act, the Board of Directors shall be deemed to be the Directors o KALLYAN.

33. The Board of Directors, subject to the general control and supervision of the Gener Body, shall generally pursue and carry out the objects of KALLYAN as set forth in th Memorandum of Association of KALLYAN and the Board shall be responsible for th management and administration of the affairs of KALLYAN in accordance with th Articles of Association and the Rules, regulations and Bye-laws, if any, made thereunder.

34. The composition of the Board of Directors shall be as follows:

(i) The Chairman of KALLYAN

(ii) The Managing Director of KALLYAN

(iii) Two members from amongst individuals having a record of services in activities of poverty alleviation and income generation to be nominated by Grameen Bank who may or may not be persons in the service of the bank; and

(iv) Five members representing individuals having interest in activities of poverty alleviation and income generation, who shall be elected by the General Body in the Annual General Meeting.

35. Notwithstanding anything contained herein, the first Board of Directors of KALLYAN shall be composed of the following persons, and where applicable, be deemed to be elected

গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে অর্থ স্থানান্তর

৩১/১২/১৯৯৬ তারিখে দাতাদের নিকট হতে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাপ্ত অনুদানের ৩৪৭.১৮ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল SAF ফান্ডের ৪৪.২৫ কোটি টাকা গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তর করা হয়।

দাতা সংস্থা NORAD এর আপত্তির কারণে ৩১/১২/১৯৯৭ এবং ০১/১১/২০০৩ তারিখে দুই দফায় অনুদানের ৩৪৭.১৮ কোটি টাকা গ্রামীণ ব্যাংকে ফিরিয়ে আনা হলেও SAF ফান্ডের অর্থ ফেরত আনা হয়নি।

উপরন্তু, ১৯৯৬ সালের পর Imputed Interest এর আরো ২৫.৫৭ কোটি টাকা গ্রামীণ কল্যাণকে দেয়া হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ ৬৯.৮২ কোটি টাকা।

Grameen Bank

Grameen Kalyan

এটি অনস্বীকার্য যে, গ্রামীণ কল্যাণ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যের কল্যাণের কাজ করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল SAF ফান্ডের অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যগণ (ঋণগ্রহীতা) এবং বাংলাদেশ সরকার।

গ্রামীণ টেলিকম গঠন

১৬/১১/১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৩৭ তম বোর্ড সভায় গ্রামীণ ব্যাংককে অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়ে একটি কনসোর্টিয়ামে যোগ দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং একই সাতে 'গ্রামীণ ফোন' নামক একটি পৃথক 'নট ফর প্রফিট' কোম্পানী স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়

উক্ত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮/১০/১৯৯৫ তারিখে 'কোম্পানী আইন-১৯৯৪' অনুযায়ী 'গ্রামীণ টেলিকম' নামক একটি কোম্পানি তৈরি করা হয়।

গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকমে সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য থাকবে এবং তন্মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বোচ্চ ১০ জনকে মনোনীত করতে পারবে।

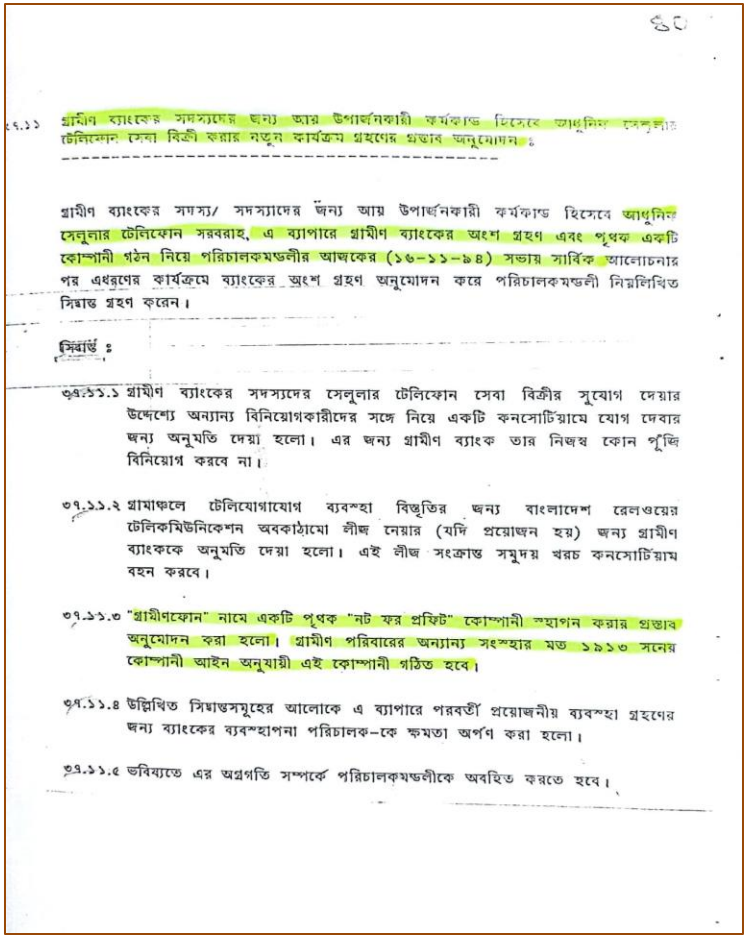

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য আয় উপার্জনকারী কর্মকান্ড হিসেবে আধুনিক সেলুলার টেলিফোন সেবা বিক্রী করার নতুন কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য/ সদস্যাদের জন্য আয় উপার্জনকারী কর্মকান্ড হিসেবে আধুনিক সেলুলার টেলিফোন সরবরাহ, এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের অংশ গ্রহণ এবং পৃথক একটি কোম্পানী গঠন নিয়ে পরিচালকমন্ডলীর আজকের (১৬-১১-৯৪) সভায় সার্বিক আলোচনার পর এধরণের কার্যক্রমে ব্যাংকের অংশ গ্রহণ অনুমোদন করে পরিচালকমন্ডলী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৩৭.১১.১ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের সেলুলার টেলিফোন সেবা বিক্রীর সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়ে একটি কনসোর্টিয়ামে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দেয়া হলো। এর জন্য গ্রামীণ ব্যাংক তার নিজস্ব কোন পুঁজি বিনিয়োগ করবে না।

৩৭.১১.২ গ্রামাঞ্চলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃতির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো লীজ নেয়ার (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য গ্রামীণ ব্যাংককে অনুমতি দেয়া হলো। এই লীজ সংক্রান্ত সমুদয় খরচ কনসোর্টিয়াম বহন করবে।

৩৭.১১.৩ "গ্রামীণফোন" নামে একটি পৃথক "নট ফর প্রফিট" কোম্পানী স্থাপন করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। গ্রামীণ পরিবারের অন্যান্য সংস্থার মত ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই কোম্পানী গঠিত হবে।

৩৭.১১.৪ উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

৩৭.১১.৫ ভবিষ্যতে এর অগ্রগতি সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলীকে অবহিত করতে হবে।

গ্রামীণ টেলিকম গঠন

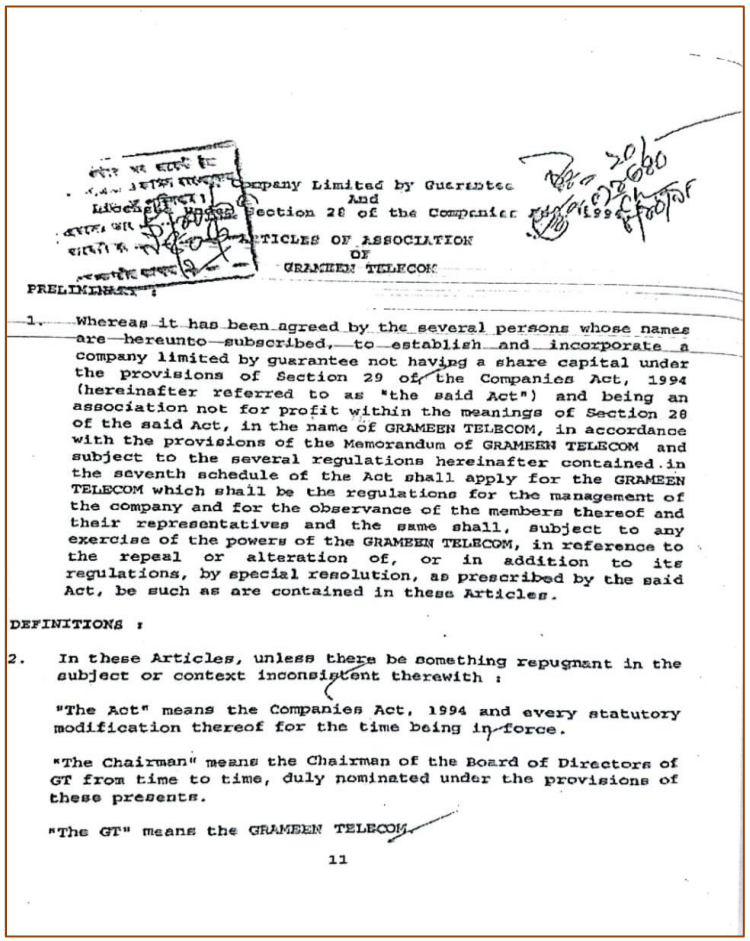

Company Limited by Guarantee
And
Section 28 of the Companies

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
GRAMEEN TELECOM

PRELIMINARY :

1. Whereas it has been agreed by the several persons whose names are hereunto subscribed, to establish and incorporate a company limited by guarantee not having a share capital under the provisions of Section 29 of the Companies Act, 1994 (hereinafter referred to as "the said Act") and being an association not for profit within the meanings of Section 28 of the said Act, in the name of GRAMEEN TELECOM, in accordance with the provisions of the Memorandum of GRAMEEN TELECOM and subject to the several regulations hereinafter contained in the seventh schedule of the Act shall apply for the GRAMEEN TELECOM which shall be the regulations for the management of the company and for the observance of the members thereof and their representatives and the same shall, subject to any exercise of the powers of the GRAMEEN TELECOM, in reference to the repeal or alteration of, or in addition to its regulations, by special resolution, as prescribed by the said Act, be such as are contained in these Articles.

DEFINITIONS :

2. In these Articles, unless there be something repugnant in the subject or context inconsistent therewith :

"The Act" means the Companies Act, 1994 and every statutory modification thereof for the time being in force.

"The Chairman" means the Chairman of the Board of Directors of GT from time to time, duly nominated under the provisions of these presents.

"The GT" means the GRAMEEN TELECOM.

11

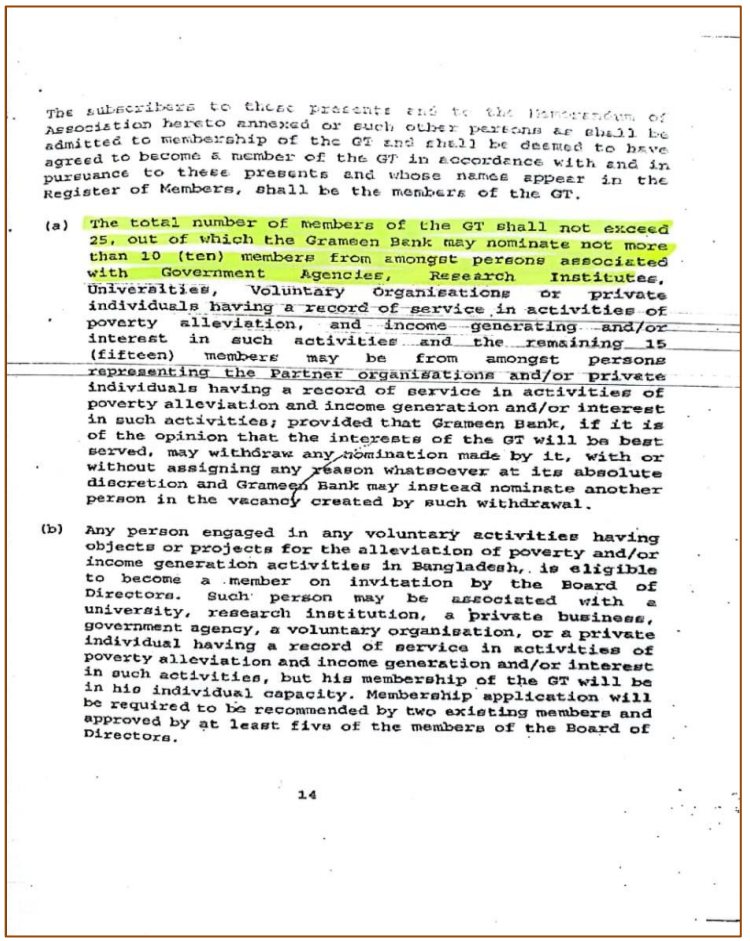

The subscribers to these presents and to the Memorandum of Association hereto annexed or such other persons as shall be admitted to membership of the GT and shall be deemed to have agreed to become a member of the GT in accordance with and in pursuance to these presents and whose names appear in the Register of Members, shall be the members of the GT.

(a) The total number of members of the GT shall not exceed 25, out of which the Grameen Bank may nominate not more than 10 (ten) members from amongst persons associated with Government Agencies, Research Institutes, Universities, Voluntary Organisations or private individuals having a record of service in activities of poverty alleviation, and income generating and/or interest in such activities and the remaining 15 (fifteen) members may be from amongst persons representing the Partner organisations and/or private individuals having a record of service in activities of poverty alleviation and income generation and/or interest in such activities; provided that Grameen Bank, if it is of the opinion that the interests of the GT will be best served, may withdraw any nomination made by it, with or without assigning any reason whatsoever at its absolute discretion and Grameen Bank may instead nominate another person in the vacancy created by such withdrawal.

(b) Any person engaged in any voluntary activities having objects or projects for the alleviation of poverty and/or income generation activities in Bangladesh, is eligible to become a member on invitation by the Board of Directors. Such person may be associated with a university, research institution, a private business, government agency, a voluntary organisation, or a private individual having a record of service in activities of poverty alleviation and income generation and/or interest in such activities, but his membership of the GT will be in his individual capacity. Membership application will be required to be recommended by two existing members and approved by at least five of the members of the Board of Directors.

14

গ্রামীণ টেলিকম গঠন

গ্রামীণ টেলিকমের আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন ৩২ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির ১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের দুইজন সদস্য মনোনয়ন প্রদান

৫১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান হবেন গ্রামীণ ব্যাংক মনোনীত একজন ব্যক্তি

০১/১২/১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের ৪১ তম বোর্ড সভায় 'গ্রামীণ টেলিকম' নামে পৃথক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করা হয়।

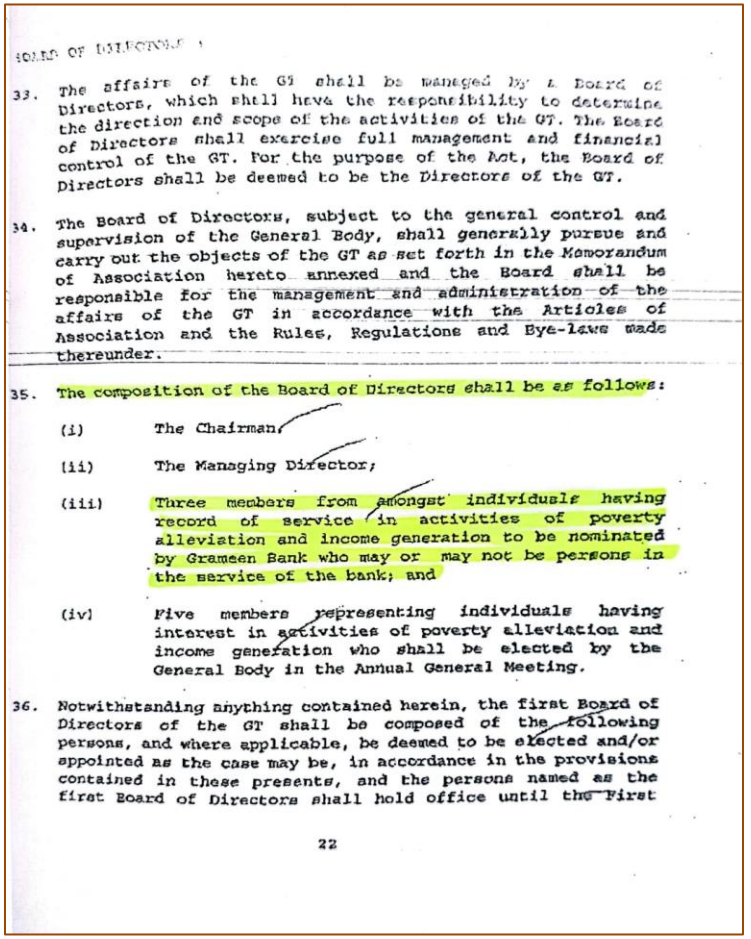

BOARD OF DIRECTORS

33. The affairs of the GT shall be managed by a Board of Directors, which shall have the responsibility to determine the direction and scope of the activities of the GT. The Board of Directors shall exercise full management and financial control of the GT. For the purpose of the Act, the Board of Directors shall be deemed to be the Directors of the GT.

34. The Board of Directors, subject to the general control and supervision of the General Body, shall generally pursue and carry out the objects of the GT as set forth in the Memorandum of Association hereto annexed and the Board shall be responsible for the management and administration of the affairs of the GT in accordance with the Articles of Association and the Rules, Regulations and Bye-laws made thereunder.

35. The composition of the Board of Directors shall be as follows:

(i) The Chairman;

(ii) The Managing Director;

(iii) Three members from amongst individuals having record of service in activities of poverty alleviation and income generation to be nominated by Grameen Bank who may or may not be persons in the service of the bank; and

(iv) Five members representing individuals having interest in activities of poverty alleviation and income generation who shall be elected by the General Body in the Annual General Meeting.

36. Notwithstanding anything contained herein, the first Board of Directors of the GT shall be composed of the following persons, and where applicable, be deemed to be elected and/or appointed as the case may be, in accordance in the provisions contained in these presents, and the persons named as the first Board of Directors shall hold office until the First

22

গ্রামীণ টেলিকম গঠন

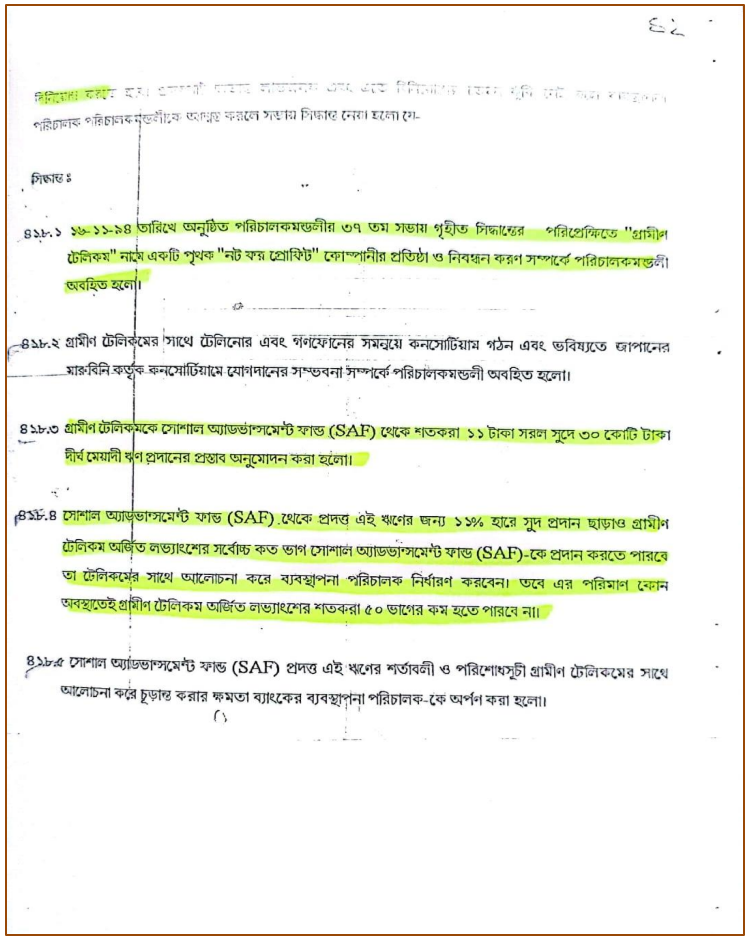

পরিচালক পরিচালকমন্ডলীকে অবহিত করলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে-

সিদ্ধান্ত ঃ

৪১৮.১ ১৬-১১-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকমন্ডলীর ৩৭ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে "গ্রামীণ টেলিকম" নামে একটি পৃথক "নট ফর প্রোফিট" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধন করণ সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলী অবহিত হলো।

৪১৮.২ গ্রামীণ টেলিকমের সাথে টেলিনোর এবং গণফোনের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন এবং ভবিষ্যতে জাপানের মারুবিনি কর্তৃক কনসোর্টিয়ামে যোগদানের সম্ভবনা সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলী অবহিত হলো।

৪১৮.৩ গ্রামীণ টেলিকমকে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে শতকরা ১১ টাকা সরল সুদে ৩০ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

৪১৮.৪ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে প্রদত্ত এই ঋণের জন্য ১১% হারে সুদ প্রদান ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকম অর্জিত লভ্যাংশের সর্বোচ্চ কত ভাগ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF)-কে প্রদান করতে পারবে তা টেলিকমের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ধারণ করবেন। তবে এর পরিমাণ কোন অবস্থাতেই গ্রামীণ টেলিকম অর্জিত লভ্যাংশের শতকরা ৫০ ভাগের কম হতে পারবে না।

৪১৮.৫ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) প্রদত্ত এই ঋণের শর্তাবলী ও পরিশোধসূচী গ্রামীণ টেলিকমের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে অর্পণ করা হলো।

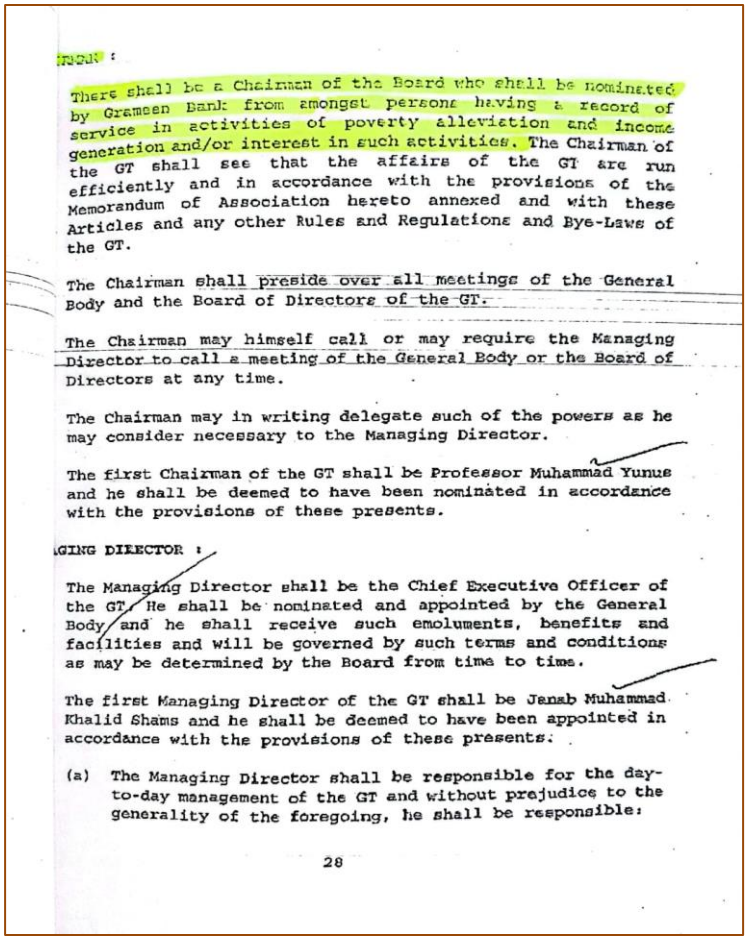

There shall be a Chairman of the Board who shall be nominated by Grameen Bank from amongst persons having a record of service in activities of poverty alleviation and income generation and/or interest in such activities. The Chairman of the GT shall see that the affairs of the GT are run efficiently and in accordance with the provisions of the Memorandum of Association hereto annexed and with these Articles and any other Rules and Regulations and Bye-Laws of the GT.

The Chairman shall preside over all meetings of the General Body and the Board of Directors of the GT.

The Chairman may himself call or may require the Managing Director to call a meeting of the General Body or the Board of Directors at any time.

The Chairman may in writing delegate such of the powers as he may consider necessary to the Managing Director.

The first Chairman of the GT shall be Professor Muhammad Yunus and he shall be deemed to have been nominated in accordance with the provisions of these presents.

GING DIRECTOR :

The Managing Director shall be the Chief Executive Officer of the GT. He shall be nominated and appointed by the General Body and he shall receive such emoluments, benefits and facilities and will be governed by such terms and conditions as may be determined by the Board from time to time.

The first Managing Director of the GT shall be Janab Muhammad Khalid Shams and he shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these presents.

(a) The Managing Director shall be responsible for the day-to-day management of the GT and without prejudice to the generality of the foregoing, he shall be responsible:

28

গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ টেলিকমকে আর্থিক সহায়তা

গ্রামীণ টেলিকমকে গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল 'SAF' ফান্ড হতে ১১% সরল সুদে ৩০ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের ৪৬ তম বোর্ড সভায় গ্রামীণ টেলিকমকে অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের জামিনদার হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫০ তম বোর্ড সভায় গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সোর্স ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) হতে ১০.৬০ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক Keep Well Commitment প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়

একই বোর্ড সভায় গ্রামীণ ফোন কর্তৃক IFC, CDC, ADB থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক SIDE Letter

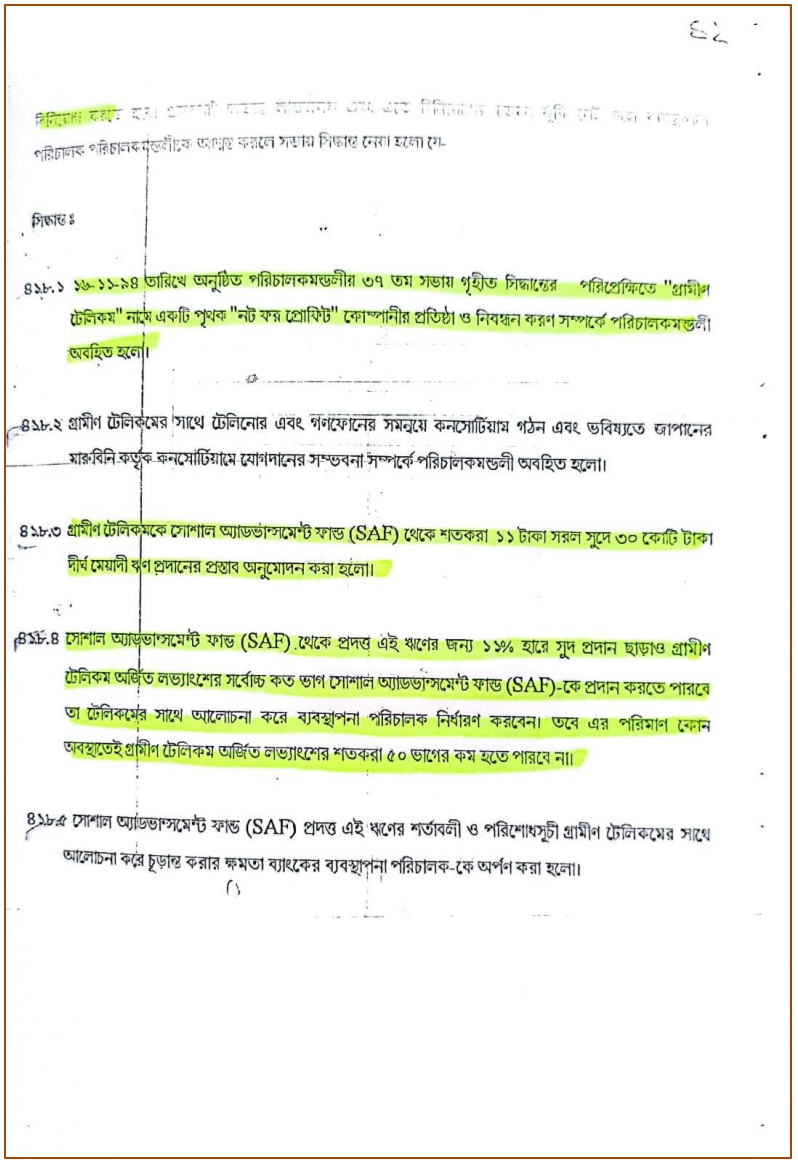

পরিচালক পরিচালকমন্ডলীকে অবহিত করলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে-

সিদ্ধান্ত ঃ

৪১৮.১ ১৬-১১-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকমন্ডলীর ৩৭ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে "গ্রামীণ টেলিকম" নামে একটি পৃথক "নট ফর প্রোফিট" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধন করণ সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলী অবহিত হলো।

৪১৮.২ গ্রামীণ টেলিকমের সাথে টেলিনোর এবং গণফোনের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন এবং ভবিষ্যতে জাপানের মারুবিনি কর্তৃক কনসোর্টিয়ামে যোগদানের সম্ভবনা সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলী অবহিত হলো।

৪১৮.৩ গ্রামীণ টেলিকমকে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে শতকরা ১১ টাকা সরল সুদে ৩০ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

৪১৮.৪ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে প্রদত্ত এই ঋণের জন্য ১১% হারে সুদ প্রদান ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকম অর্জিত লভ্যাংশের সর্বোচ্চ কত ভাগ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF)-কে প্রদান করতে পারবে তা টেলিকমের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ধারণ করবেন। তবে এর পরিমাণ কোন অবস্থাতেই গ্রামীণ টেলিকম অর্জিত লভ্যাংশের শতকরা ৫০ ভাগের কম হতে পারবে না।

৪১৮.৫ সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) প্রদত্ত এই ঋণের শর্তাবলী ও পরিশোধসূচী গ্রামীণ টেলিকমের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে অর্পণ করা হলো।

গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ টেলিকমকে আর্থিক সহায়তা

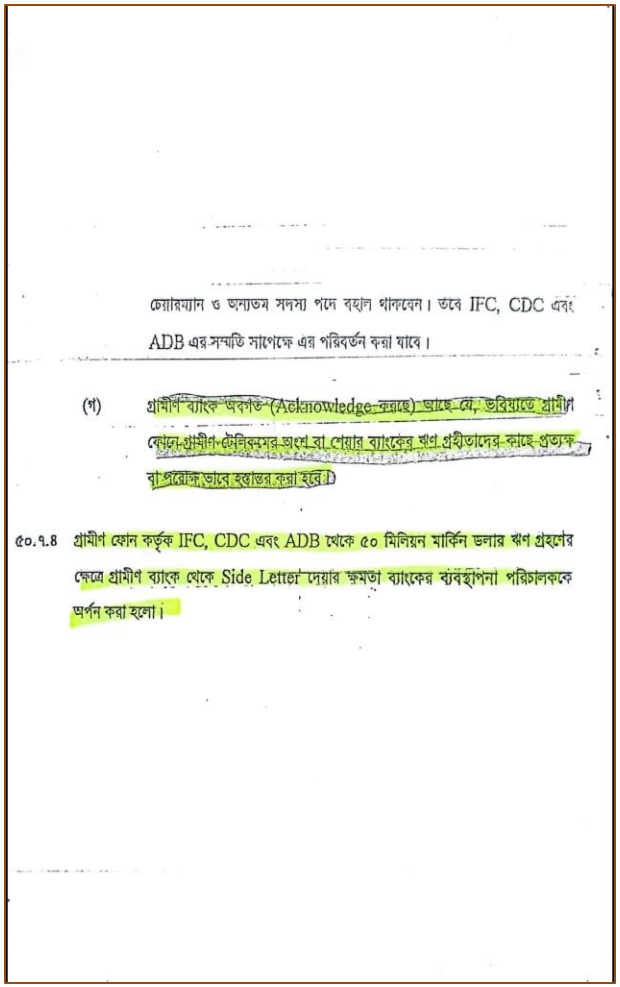

চেয়ারম্যান ও অন্যতম সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে IFC, CDC এবং ADB এর সম্মতি সাপেক্ষে এর পরিবর্তন করা যাবে।

(গ) গ্রামীণ ব্যাংক অবগত (Acknowledge করছে) আছে যে, ভবিষ্যতে গ্রামীণ ফোনে গ্রামীণ টেলিকমের অংশ বা শেয়ার ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হস্তান্তর করা হবে।

৫০.৭.৪ গ্রামীণ ফোন কর্তৃক IFC, CDC এবং ADB থেকে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে Side Letter দেয়ার ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পন করা হলো।

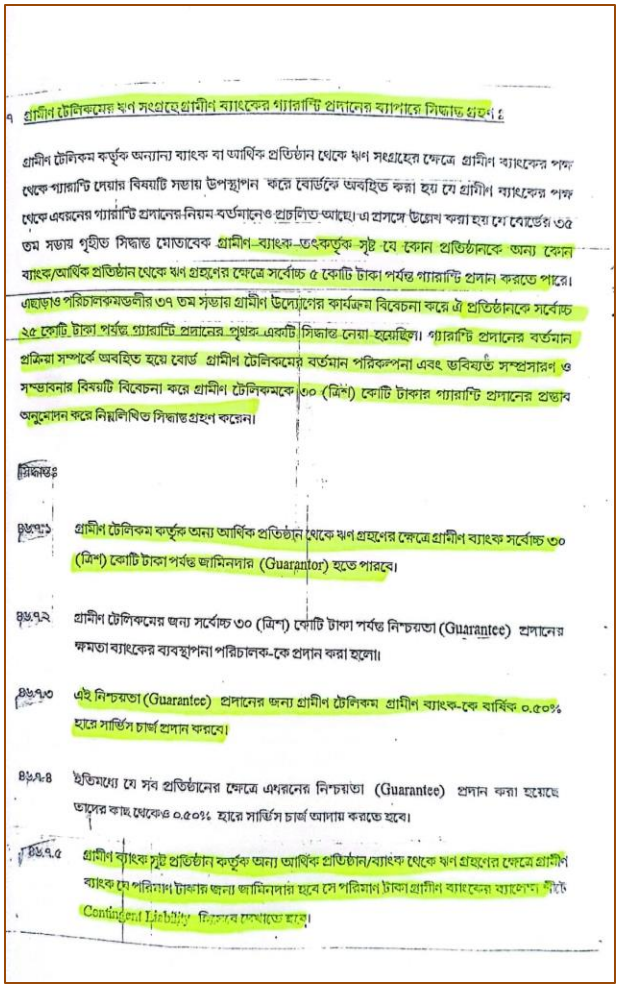

৭ গ্রামীণ টেলিকমের ঋণ সংগ্রহে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্যারান্টি প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ :

গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্যারান্টি দেয়ার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এধরনের গ্যারান্টি প্রদানের নিয়ম বর্তমানেও প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে বোর্ডের ৩৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রামীণ ব্যাংক তৎকর্তৃক সৃষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি প্রদান করতে পারে। এছাড়াও পরিচালকমন্ডলীর ৩৭ তম সভায় গ্রামীণ উদ্যোগের কার্যক্রম বিবেচনা করে ঐ প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি প্রদানের পৃথক একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। গ্যারান্টি প্রদানের বর্তমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হয়ে বোর্ড গ্রামীণ টেলিকমের বর্তমান পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যত সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনা করে গ্রামীণ টেলিকমকে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার গ্যারান্টি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

৪৬.৭.১ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত জামিনদার (Guarantor) হতে পারবে।

৪৬.৭.২ গ্রামীণ টেলিকমের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদানের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে প্রদান করা হলো।

৪৬.৭.৩ এই নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদানের জন্য গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ ব্যাংক-কে বার্ষিক ০.৫০% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে।

৪৬.৭.৪ ইতিমধ্যে যে সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এধরনের নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকেও ০.৫০% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

৪৬.৭.৫ গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক যে পরিমাণ টাকার জন্য জামিনদার হবে সে পরিমাণ টাকা গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটে Contingent Liability হিসেবে দেখাতে হবে।

৪৪

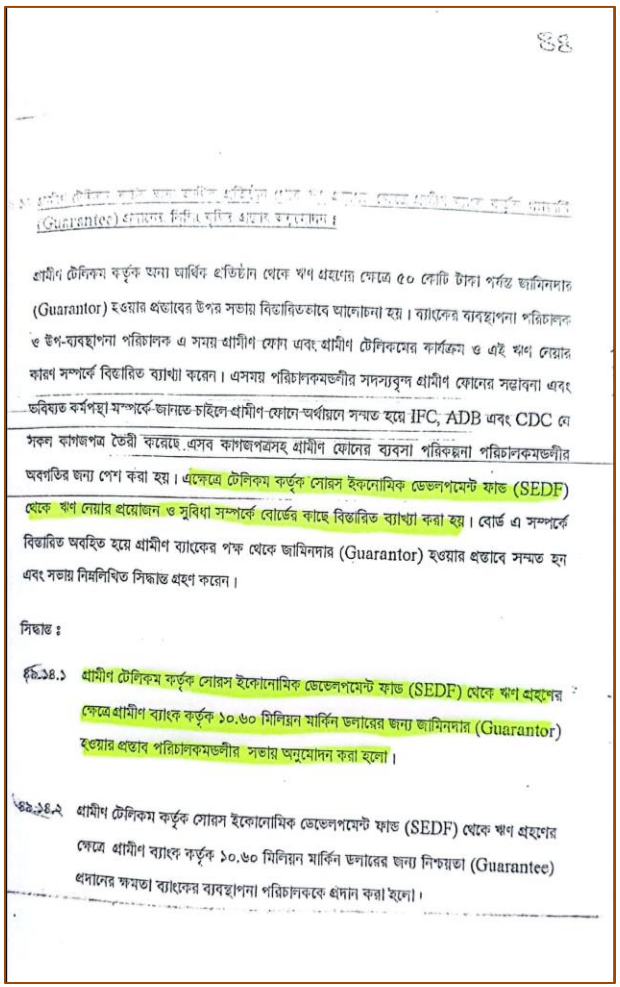

[illegible] (Guarantee) [illegible] অনুমোদন :

গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জামিনদার (Guarantor) হওয়ার প্রস্তাবের উপর সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ সময় গ্রামীণ ফোন এবং গ্রামীণ টেলিকমের কার্যক্রম ও এই ঋণ নেয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এসময় পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ গ্রামীণ ফোনের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে গ্রামীণ ফোনে অর্থায়নে সম্মত হয়ে IFC, ADB এবং CDC যে সকল কাগজপত্র তৈরী করেছে এসব কাগজপত্রসহ গ্রামীণ ফোনের ব্যবসা পরিকল্পনা পরিচালকমন্ডলীর অবগতির জন্য পেশ করা হয়। এক্ষেত্রে টেলিকম কর্তৃক সোরস ইকনোমিক ডেভলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) থেকে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন ও সুবিধা সম্পর্কে বোর্ডের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। বোর্ড এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জামিনদার (Guarantor) হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত :

৪৯.১৪.১ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সোরস ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ১০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জন্য জামিনদার (Guarantor) হওয়ার প্রস্তাব পরিচালকমন্ডলীর সভায় অনুমোদন করা হলো।

৪৯.১৪.২ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সোরস ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ১০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জন্য নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদানের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রদান করা হলো।

গ্রামীণ টেলিকম এর সাথে গ্রামীন কল্যাণের সম্পর্ক

Grameen Kalyan

Grameen Telecom

১৩/০৪/২০১১ সালে গ্রামীণ কল্যাণ এবং গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে সম্পাদিত সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী গ্রামীণ কল্যাণ বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীণ টেলিকমকে সর্বমোট ৫৩.২৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

চুক্তি অনুযায়ী গ্রামীণ কল্যাণ উক্ত বিনিয়োগের জন্য গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক গ্রামীণ ফোন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৪২.৬৫% প্রাপ্য হবে

২০২২ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ কল্যাণকে ২২২২ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে। ।

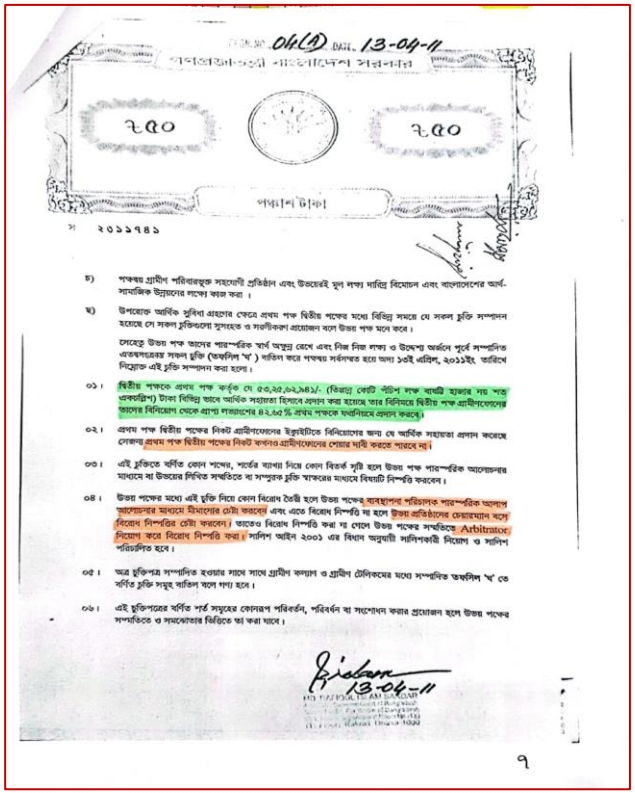

গ্রামীণ টেলিকম এর সাথে গ্রামীন কল্যাণের সম্পর্ক

Grameen Kalyan

Grameen Telecom

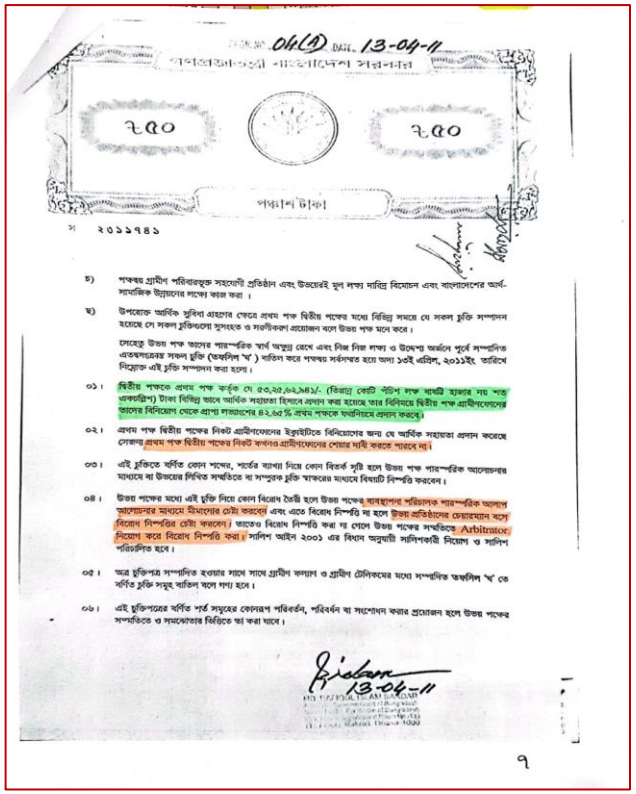

Serial No. 04(A) Date 13-04-11

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫০ ২৫০

পঞ্চাশ টাকা

স ২০১১৭৪১

চ) পক্ষদ্বয় গ্রামীণ পরিবারভুক্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং উভয়েরই মূল লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা ।

ছ) উপরোক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সকল চুক্তি সম্পাদন হয়েছে সে সকল চুক্তিগুলো সুসংহত ও সরলীকরণ প্রয়োজন বলে উভয় পক্ষ মনে করে।

সেহেতু উভয় পক্ষ তাদের পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এবং নিজ নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পূর্বে সম্পাদিত এতদসংক্রান্ত সকল চুক্তি (তফসিল 'খ') বাতিল করে পক্ষদ্বয় সর্বসম্মত হয়ে অদ্য ১৩ই এপ্রিল, ২০১১ইং তারিখে নিম্নোক্ত এই চুক্তি সম্পাদন করা হলো।

০১। দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক যে ৫৩,২৫,৬২,৯৪১/- (তিপ্পান্ন কোটি পঁচিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয় শত একচল্লিশ) টাকা বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে তার বিনিময়ে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রামীণফোনের তাদের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশের ৪২.৬৫ % প্রথম পক্ষকে যথানিয়মে প্রদান করবে।

০২। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট গ্রামীণফোনের ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে সেজন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কখনও গ্রামীণফোনের শেয়ার দাবী করতে পারবে না।

০৩। এই চুক্তিতে বর্ণিত কোন শব্দের, শর্তের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হলে উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বা উভয়ের লিখিত সম্মতিতে বা সম্পুরক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করবেন।

০৪। উভয় পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি নিয়ে কোন বিরোধ তৈরী হলে উভয় পক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করবেন এবং এতে বিরোধ নিস্পত্তি না হলে উভয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বসে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টা করবেন। তাতেও বিরোধ নিস্পত্তি করা না গেলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে Arbitrator নিয়োগ করে বিরোধ নিস্পত্তি করা। সালিশ আইন ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী সালিশকারী নিয়োগ ও সালিশ পরিচালিত হবে।

০৫। অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে সম্পাদিত তফসিল 'খ' তে বর্ণিত চুক্তি সমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৬। এই চুক্তিপত্রের বর্ণিত শর্ত সমূহের কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করার প্রয়োজন হলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ও সমঝোতার ভিত্তিতে তা করা যাবে।

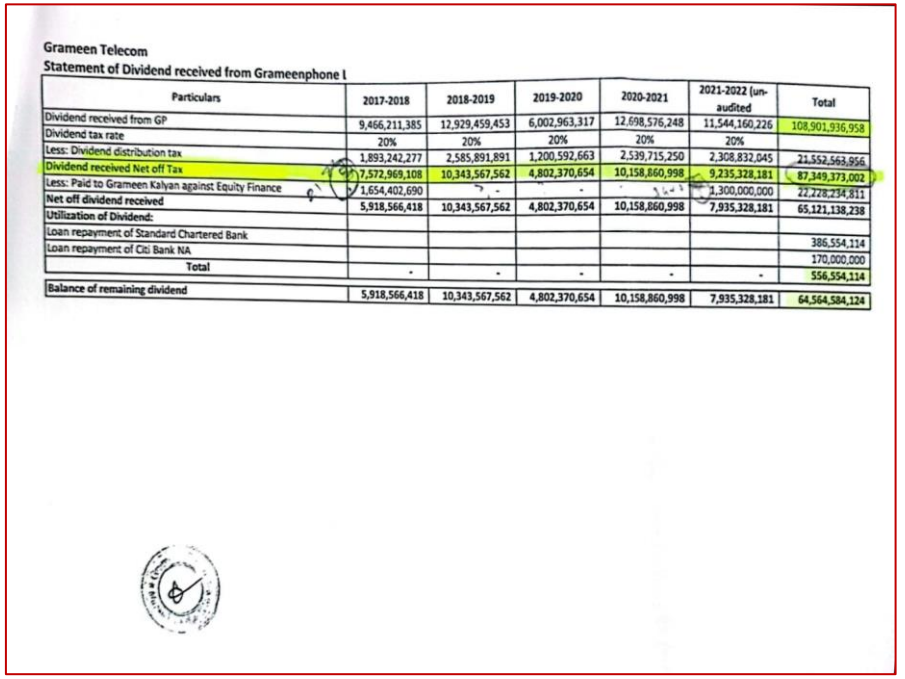

13-04-11

৭

Grameen Telecom

Statement of Dividend received from Grameenphone l

Particulars	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 (un-audited	Total
Dividend received from GP	9,466,211,385	12,929,459,453	6,002,963,317	12,698,576,248	11,544,160,226	108,901,936,958
Dividend tax rate	20%	20%	20%	20%	20%	
Less: Dividend distribution tax	1,893,242,277	2,585,891,891	1,200,592,663	2,539,715,250	2,308,832,045	21,552,563,956
Dividend received Net off Tax	7,572,969,108	10,343,567,562	4,802,370,654	10,158,860,998	9,235,328,181	87,349,373,002
Less: Paid to Grameen Kalyan against Equity Finance	1,654,402,690	-	-	-	1,300,000,000	22,228,234,811
Net off dividend received	5,918,566,418	10,343,567,562	4,802,370,654	10,158,860,998	7,935,328,181	65,121,138,238
Utilization of Dividend:						
Loan repayment of Standard Chartered Bank						386,554,114
Loan repayment of Citi Bank NA						170,000,000
Total	-	-	-	-	-	556,554,114
Balance of remaining dividend	5,918,566,418	10,343,567,562	4,802,370,654	10,158,860,998	7,935,328,181	64,564,584,124

গ্রামীণ টেলিকম এবং কল্যাণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অসঙ্গতি

গ্রামীণ কল্যাণ এবং গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১/১২/১৯৯৬ তারিখ পর্যন্ত গ্রামীণ টেলিকমকে গ্রামীণ কল্যাণ কর্তৃক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৩.৬২ কোটি টাকা।

অথচ গ্রামীণ কল্যাণ গঠিত হয়েছে ৪/১১/১৯৯৬ তারিখে এবং গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৯৬ তারিখে।

উপরন্তু গ্রামীণ কল্যাণের সাথে গ্রামীণ টেলিকমের ঋণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে ১১/০৪/১৯৯৯ তারিখে।

অতএব এটি নিশ্চিত যে গ্রামীণ ব্যাংকের SAF ফান্ড হতে প্রাপ্ত ঋণকেই গ্রামীণ কল্যাণের ঋণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং পরবর্তীতে নিজেদের পছন্দমতো চুক্তি করে তার বৈধতা দেয়া হয়েছে।

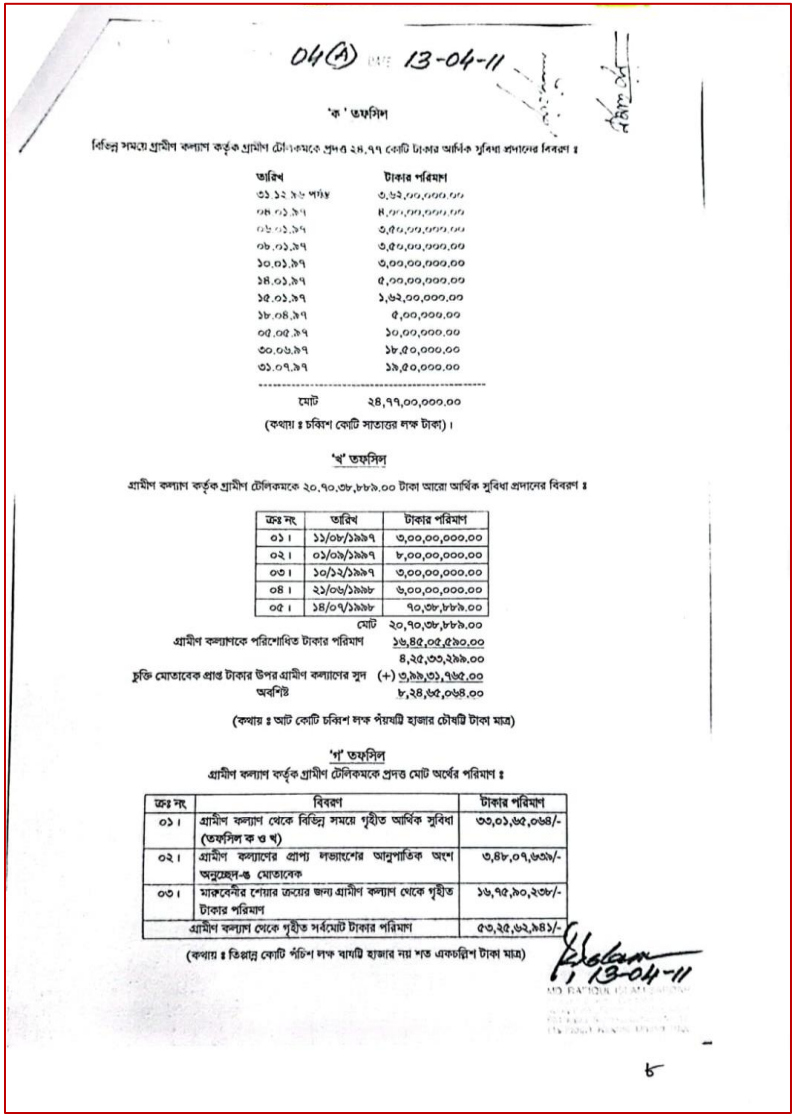

04(A) DATE 13-04-11

'ক' তফসিল

বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ কল্যাণ কর্তৃক গ্রামীণ টেলিকমকে প্রদত্ত ২৪,৭৭ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিবরণ ঃ

তারিখ	টাকার পরিমাণ
৩১.১২.৯৬ পর্যন্ত	৩,৬২,০০,০০০.০০
০৪.০১.৯৭	৪,০০,০০,০০০.০০
০৬.০১.৯৭	৩,৫০,০০,০০০.০০
০৮.০১.৯৭	৩,৫০,০০,০০০.০০
১০.০১.৯৭	৩,০০,০০,০০০.০০
১৪.০১.৯৭	৫,০০,০০,০০০.০০
১৫.০১.৯৭	১,৬২,০০,০০০.০০
১৮.০৪.৯৭	৫,০০,০০০.০০
০৫.০৫.৯৭	১০,০০,০০০.০০
৩০.০৬.৯৭	১৮,৫০,০০০.০০
৩১.০৭.৯৭	১৯,৫০,০০০.০০
মোট	২৪,৭৭,০০,০০০.০০

(কথায় ঃ চব্বিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা)।

'খ' তফসিল

গ্রামীণ কল্যাণ কর্তৃক গ্রামীণ টেলিকমকে ২০,৭০,৩৮,৮৮৯.০০ টাকা আরো আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিবরণ ঃ

ক্রম নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ
০১।	১১/০৮/১৯৯৭	৩,০০,০০,০০০.০০
০২।	০১/০৯/১৯৯৭	৮,০০,০০,০০০.০০
০৩।	১০/১২/১৯৯৭	৩,০০,০০,০০০.০০
০৪।	২১/০৬/১৯৯৮	৬,০০,০০,০০০.০০
০৫।	১৪/০৭/১৯৯৮	৭০,৩৮,৮৮৯.০০
	মোট	২০,৭০,৩৮,৮৮৯.০০
গ্রামীণ কল্যাণকে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ		১৬,৪৫,০৫,৫৯০.০০
		৪,২৫,৩৩,২৯৯.০০
চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্ত টাকার উপর গ্রামীণ কল্যাণের সুদ		(+) ৩,৯৯,৩১,৭৬৫.০০
অবশিষ্ট		৮,২৪,৬৫,০৬৪.০০

(কথায় ঃ আট কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চৌষট্টি টাকা মাত্র)

'গ' তফসিল

গ্রামীণ কল্যাণ কর্তৃক গ্রামীণ টেলিকমকে প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ ঃ

ক্রম নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১।	গ্রামীণ কল্যাণ থেকে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আর্থিক সুবিধা (তফসিল ক ও খ)	৩৩,০১,৬৫,০৬৪/-
০২।	গ্রামীণ কল্যাণের প্রাপ্য লভ্যাংশের আনুপাতিক অংশ অনুচ্ছেদ-৪ মোতাবেক	৩,৪৮,০৭,৬৩৯/-
০৩।	মারকেনীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য গ্রামীণ কল্যাণ থেকে গৃহীত টাকার পরিমাণ	১৬,৭৫,৯০,২৩৮/-
	গ্রামীণ কল্যাণ থেকে গৃহীত সর্বমোট টাকার পরিমাণ	৫৩,২৫,৬২,৯৪১/-

(কথায় ঃ তিপ্পান্ন কোটি পঁচিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয় শত একচল্লিশ টাকা মাত্র)

13-04-11

৮

গ্রামীণ টেলিকম এবং কল্যাণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অসঙ্গতি

৪.০২.৩. ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত SAF হিসাবের স্থিতি ৪৪.২৫ কোটি টাকা ও Revolving Fund (দাতাদের নিকট হতে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাপ্ত অনুদান) হিসাবের স্থিতি ৩৪৭.১৮ কোটি টাকা (নোরাড হতে প্রাপ্ত ৭৫.৪৬ কোটি টাকাসহ) গ্রামীণ কল্যাণ নামীয় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, যা কোম্পানী আইনের আওতায় নিবন্ধিত, এর অনুকূলে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে স্থানান্তর করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ কল্যাণের মধ্যে ৭ মে, ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে এ অর্থ স্থানান্তর দেখানো হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটের Revolving Fund ডেবিট ও Borrowing from Grameen Kalyan ক্রেডিট করে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের ৩৪৭.১৮ কোটি টাকার তহবিল গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তর করা হয়। অপরদিকে 'Endowment Fund' ক্রেডিট ও 'Loan and Advance-Grameen Bank' ডেবিট করে গ্রামীণ কল্যাণ বিষয়টি হিসাবভুক্ত করে ।

৪.০২.৪. ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ঢাকাস্থ নরওয়ীয় দূতাবাস পত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ কল্যাণের মধ্যকার চুক্তির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে জানায় যে, বাংলাদেশ ও নরওয়ের সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অনুদানসমূহের গৃহায়ণ ঋণ খাতের অর্থ Revolving Fund হিসেবে ব্যবহৃত হবে বিধায় তা গ্রামীণ কল্যাণকে হস্তান্তর করার সুযোগ নেই। পত্রে ১৯৯৬ সালের হিসাব বছরে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ইকুইটির পরিমাণ হ্রাসের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। গ্রামীণ কল্যাণের নিকট তহবিল স্থানান্তরে নরওয়ীয় দুতাবাসকে অবহিত না করার বিষয়েও আপত্তি জানানো হয়।

৪.০২.৫. উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংক ৮ জানুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণ, Revolving Fund এর সদ্ব্যবহার, ব্যাংকের উপর সম্ভাব্য কর ভার হ্রাসকরণ ইত্যাদি কারণে উক্তরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-মর্মে নরওয়ীয় দূতাবাসকে অবহিত করে। পরবর্তীতে দূতাবাসের ২৬ মে, ১৯৯৮ তারিখের পত্রে ১৭ কোটি ক্রোনার গ্রামীণ কল্যাণ হতে প্রত্যার্পণ, গ্রামীণ কল্যাণের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন এবং গ্রামীণ ব্যাংকে গৃহায়ণ ঋণের তহবিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলে নরওয়ে কর্তৃপক্ষের কোনরূপ আপত্তি থাকবে না-মর্মে উল্লেখ করে।

04(A) DATE 13-04-11

'খ' তফসিল

ক্রমিক নং	বিবরণ	সম্পাদনের তারিখ
০১	গ্রামীণ কল্যাণের সাথে গ্রামীণ টেলিকমের ঋণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারকপত্র	১১/০৪/১৯৯৯ইং
০২	গ্রামীণ কল্যাণের ও গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে গ্রামীণফোনের ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র	১৫/০১/২০০৩ইং
০৩	Deed of Assignment of Shares	১৮/০৩/২০০৩ইং
০৪	গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে ইক্যুইটি সংক্রান্ত চুক্তিপত্র	১০/০১/২০০৪ইং
০৫	Deed of Assignment of Shares	২১/০৩/২০০৪ইং
০৬	Deed of Further Assignment of Shares	১৫/০৫/২০০৪ইং
০৭	গ্রামীণ কল্যাণের ও গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে মারুবেনী করপোরেশন থেকে গ্রামীণফোনের ৩% শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র	২৩/০৯/২০০৪ইং
০৮	Deed of Assignment of Shares	১৫/০৫/২০০৫ইং

পক্ষদ্বয় নিম্নে বর্ণিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে সুস্থ শরীরে ও স্বজ্ঞানে পক্ষদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরে বর্ণিত তারিখে নিজ নিজ দস্তখত দ্বারা অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করল।

প্রথম পক্ষের নিযুক্ত বা মনোনিত প্রতিনিধি,

জনাব মোঃ ইমামুস সুলতান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
Md. Imamus Sultan
Managing Director
Grameen Kalyan

প্রথম পক্ষ নিম্নের স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সীল মোহর দ্বারা সহি সম্পাদন করেছেন-

০১। জনাব এস,এম, শামীম আনোয়ার
পরিচালক, গ্রামীণ কল্যাণ

০২। জনাব জন্নাত-ই-কাওনাইন
পরিচালক, গ্রামীণ কল্যাণ

দ্বিতীয় পক্ষের নিযুক্ত বা মনোনিত প্রতিনিধি,

জনাব মোঃ আশরাফুল হাসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ আশরাফুল হাসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রামীণ টেলিকম
গ্রামীণ ব্যাংক ভবন
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নের স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সীলমোহর দ্বারা সহি সম্পাদন করেছেন-

০১। জনাব শেখ আবদুল দাইয়ান
পরিচালক, গ্রামীণ টেলিকম

০২। জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম
উপ-মহাব্যবস্থাপক, অর্থ ও হিসাব

... executed the instrument ... Md. Imamus Sultan & Md. Ashraful Hassan ... by Mr A.B.M. Fazlur Rashid ... the execution is ...

13-04-11

ABM Fazlur Rashid 13.4.11
A.B.M. FAZLUR RASHID

৯

গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল SVCF হতে গ্রামীণ ফান্ড গঠন

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দাতাসংস্থাসমূহের অর্থায়নে ১৯৮৪ সালে Studies, Innovation,Development and Experimentation (SIDE) নামক একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের নামকরণ করা হয় Soccial Venture Capital Fund (SVCF)।

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত NORAD, SIDA, CIDA, USAID এবং Ford Foundation কর্তৃক উক্ত প্রকল্পে সরবরাহকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯.১০ কোটি টাকা।

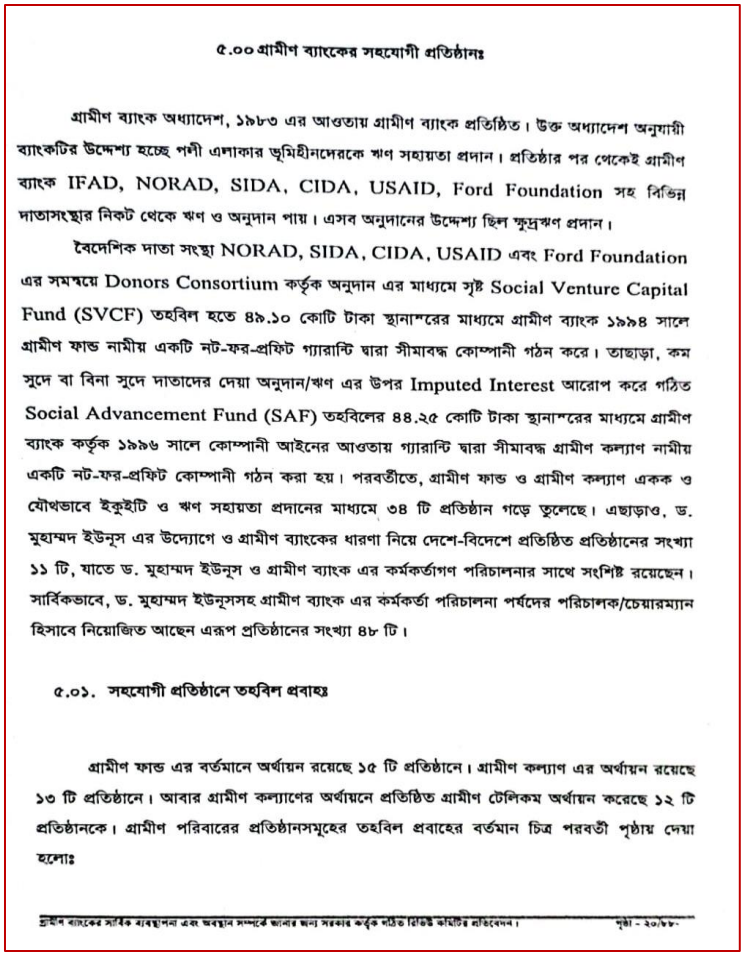

৫.০০ গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানঃ

গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যাংকটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী এলাকার ভূমিহীনদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রামীণ ব্যাংক IFAD, NORAD, SIDA, CIDA, USAID, Ford Foundation সহ বিভিন্ন দাতাসংস্থার নিকট থেকে ঋণ ও অনুদান পায়। এসব অনুদানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।

বৈদেশিক দাতা সংস্থা NORAD, SIDA, CIDA, USAID এবং Ford Foundation এর সমন্বয়ে Donors Consortium কর্তৃক অনুদান এর মাধ্যমে সৃষ্ট Social Venture Capital Fund (SVCF) তহবিল হতে ৪৯.১০ কোটি টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৯৪ সালে গ্রামীণ ফান্ড নামীয় একটি নট-ফর-প্রফিট গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী গঠন করে। তাছাড়া, কম সুদে বা বিনা সুদে দাতাদের দেয়া অনুদান/ঋণ এর উপর Imputed Interest আরোপ করে গঠিত Social Advancement Fund (SAF) তহবিলের ৪৪.২৫ কোটি টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ১৯৯৬ সালে কোম্পানী আইনের আওতায় গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ গ্রামীণ কল্যাণ নামীয় একটি নট-ফর-প্রফিট কোম্পানী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গ্রামীণ ফান্ড ও গ্রামীণ কল্যাণ একক ও যৌথভাবে ইকুইটি ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ৩৪ টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এছাড়াও, ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর উদ্যোগে ও গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১ টি, যাতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। সার্বিকভাবে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ গ্রামীণ ব্যাংক এর কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৮ টি।

৫.০১. সহযোগী প্রতিষ্ঠানে তহবিল প্রবাহঃ

গ্রামীণ ফান্ড এর বর্তমানে অর্থায়ন রয়েছে ১৫ টি প্রতিষ্ঠানে। গ্রামীণ কল্যাণ এর অর্থায়ন রয়েছে ১৩ টি প্রতিষ্ঠানে। আবার গ্রামীণ কল্যাণের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ টেলিকম অর্থায়ন করেছে ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে। গ্রামীণ পরিবারের প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল প্রবাহের বর্তমান চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলোঃ

গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটির প্রতিবেদন। পৃষ্ঠা - ২০/৮৮-

গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল SVCF হতে গ্রামীণ ফান্ড গঠন

০৯/০৯/১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় 'গ্রামীণ ফান্ড' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সংঘস্মারক অনুমোদিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে SVCF ফান্ডের সকল কার্যক্রম গ্রামীণ ফান্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

গ্রামীণ ফান্ডের আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদে দুইজন সদস্য মনোনয়ন প্রদান করবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হবেন গ্রামীণ ব্যাংক হতে মনোনীত একজন ব্যক্তি।

গ্রামীণ ফান্ড পরবর্তীতে গ্রামীণ সংশ্লিষ্ট ১৫ টি প্রতিষ্ঠানে ইকুইটি ও ঋণ বাবদ অর্থ বিনিয়োগ করে।

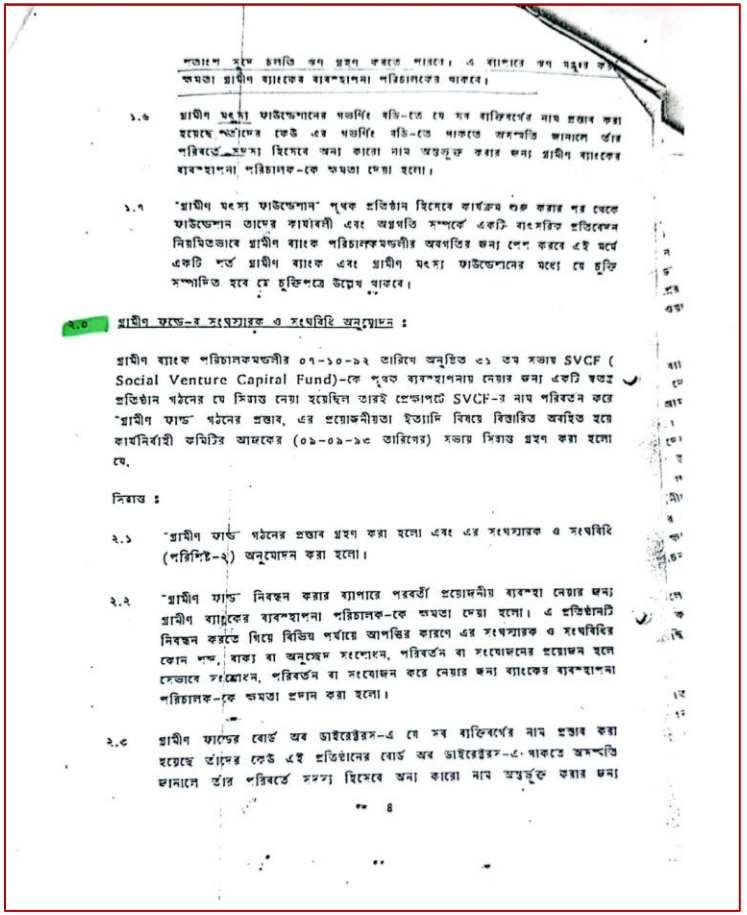

ক্ষমতা গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের থাকবে।

১.৬ গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি-তে যে সব ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁদের কেউ এর গভর্নিং বডি-তে থাকতে অসম্মতি জানালে তাঁর পরিবর্তে সদস্য হিসেবে অন্য কারো নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ক্ষমতা দেয়া হলো।

১.৭ "গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন" পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে ফাউন্ডেশন তাদের কার্যাবলী এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালকমন্ডলীর অবগতির জন্য পেশ করবে এই মর্মে একটি শর্ত গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হবে সে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে।

২.০ গ্রামীণ ফন্ডে-র সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুমোদন :

গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালকমন্ডলীর ০৭-১০-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১ তম সভায় SVCF (Social Venture Capital Fund)-কে পৃথক ব্যবস্থাপনায় নেয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে SVCF-র নাম পরিবর্তন করে "গ্রামীণ ফান্ড" গঠনের প্রস্তাব, এর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত হয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির আজকের (০৯-০৯-৯৩ তারিখের) সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে,

সিদ্ধান্ত :

২.১ "গ্রামীণ ফান্ড" গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো এবং এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধি (পরিশিষ্ট-২) অনুমোদন করা হলো।

২.২ "গ্রামীণ ফান্ড" নিবন্ধন করার ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ক্ষমতা দেয়া হলো। এ প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন করতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আপত্তির কারণে এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধির কোন শব্দ, বাক্য বা অনুচ্ছেদ সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজনের প্রয়োজন হলে সেভাবে সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন করে নেয়ার জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২.৩ গ্রামীণ ফান্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ যে সব ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁদের কেউ এই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ থাকতে অসম্মতি জানালে তাঁর পরিবর্তে সদস্য হিসেবে অন্য কারো নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য

** ৪

গ্রামীণ ফান্ডের অর্থের উৎস হলো দাতাসংস্থাসমূহের নিকট হতে SVCF প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল। অতএব গ্রামীণ ফান্ড এবং উক্ত ফান্ড হতে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক গ্রামীণ ব্যাংক।

গ্রামীণ কল্যাণ হতে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

১। গ্রামীণ টেলিকম লিঃ	৬। গ্রামীণ আইটি পার্ক	১১। গ্রামীণ স্টার এডুকেশন লিঃ
২। গ্রামীণ ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ	৭। গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট	১২। গ্রামীণ ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশন লিঃ
৩। গ্রামীণ শিক্ষা	৮। গ্রামীণ সলিউশন লিঃ	১৩। গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন
৪। গ্রামীণ নিটওয়্যার লিঃ	৯। গ্রামীণ ডানোন ফুডস লিঃ	
৫। গ্রামীণ ব্যবসা বিকাশ	১০। গ্রামীণ হেলথকেয়ার সার্ভিসেস লিঃ	

গ্রামীণ ফান্ড হতে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

১। গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	৬। গ্রামীণ নিটওয়্যার লিঃ	১১। গ্রামীণ স্টার এডুকেশন লিঃ
২। গ্রামীণ সল্যুশন লিঃ	৭। গ্রামীণ আইটি পার্ক	১২। রফিক অটোভ্যান ম্যানুফ্যাকচার লিঃ
৩। গ্রামীণ উদ্যোগ	৮। টিউলিপ ডেইরি এন্ড প্রোডাক্ট লিঃ	১৩। গ্রামীণ ইনফরমেশন হাইওয়ে লিঃ
৪। গ্রামীণ বাইটেক লিঃ	৯। গ্লোব কিডস ডিজিটাল লিঃ	১৪। গ্রামীণ ব্যবসা সেবা লিঃ
৫। গ্রামীণ সাইবারনেট লিঃ	১০। গ্রামীণ সাইবারনেট লিঃ	১৫। গ্রামীণ সামগ্রী

গ্রামীণ ব্যাংক হতে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ (২০১১)

৫.০১. গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানে তহবিল সরবরাহের চিত্র

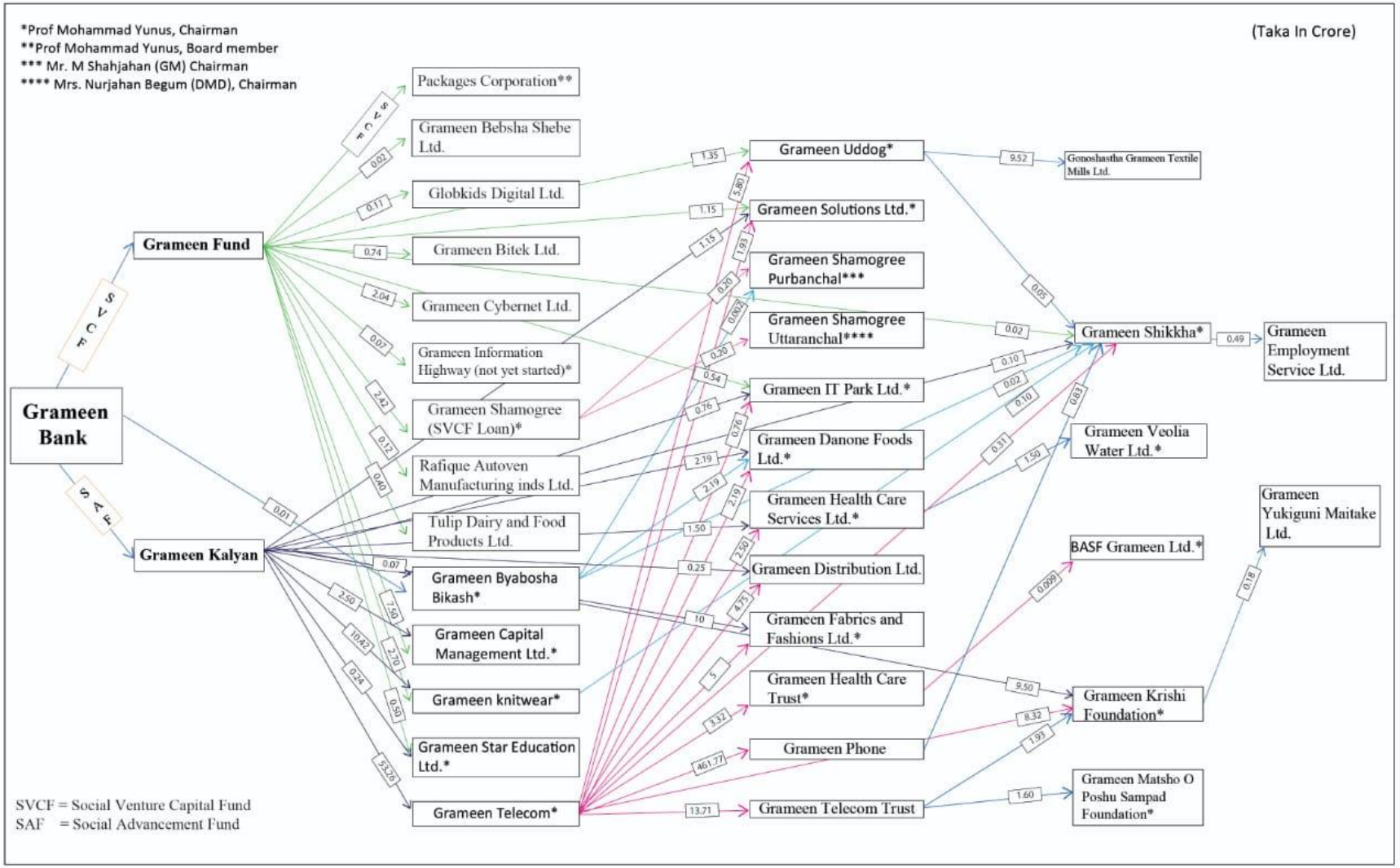

গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত রিভিউ কমিটির প্রতিবেদন ২৫-০৩-২০১১

গ্রামীণ ব্যাংক রিভিউ কমিটির প্রতিবেদনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে ১০/০১/২০১১ তারিখ গঠিত রিভিউ কমিটির প্রতিবেদনে গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত প্রদান করে।

১। "এটি পরিষ্কার যে, গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল পৃথক করে গ্রামীণ ফান্ড ও গ্রামীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অর্থায়নে আরো প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। উল্লেখ্য, গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠান গঠন ও অর্থায়ন গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষমতা বহির্ভূত।" (অনুচ্ছেদ ৫.০৪.১)

২। "গ্রামীণ ব্যাংকের সুনাম ব্যবহার করে অর্জিত অনুদানের অর্থ সহযোগী প্রথিষ্ঠানকে দেয়ায় আইনের গুরুতর লঙ্ঘন সাধিত হয়েছে এবং এতে গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে।" (অনুচ্ছেদ ৮.০৪)

৩। "গ্রামীণ ব্যাংক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো মিলে একটি বড় ধরনের Conglomerate হয়ে দাঁড়িয়েছে যা পুনঃবিন্যাস ও পুনঃসংঙ্গায়িত করা দরকার। গ্রামীণ ফান্ড ও গ্রামীণ কল্যাণকে অবসায়ন করে গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যন্তরে বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সকল কার্যক্রম দায়-সম্পত্তি ইত্যাদি গ্রামীণ ব্যাংকের অন্তর্গত হবে এবং এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।" (অনুচ্ছেদ ৯.০৪.৮)

৪। "গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক ধারণকৃত বিপুল সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে এর ইকুইটিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। এতে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ টেলিকমের মালিকানা পাবে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণ সরাসরি গ্রামীণ টেলিকম হতে প্রাপ্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।" (অনুচ্ছেদ ৯.০৪.৯)

৫। "সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও সাংগঠনিক অবস্থা নিরুপণ ও মূল্যায়ন এবং তাদের উপর গ্রামীণ ব্যাংকের আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা জরূরী হয়ে পড়েছে।" (অনুচ্ছেদ ৯.০৫)

মন্তব্য ও সুপারিশ

ক। গ্রামীণ কল্যাণ এবং গ্রামীণ ফান্ড গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে তৈরি এবং সুনিশ্চিতভাবেই উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির মালিক গ্রামীণ ব্যাংক তথা প্রতিষ্ঠানটির সদস্যগণ (ঋণগ্রহীতা) এবং বাংলাদেশ সরকার। অপরদিকে, গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ ব্যাংকের পরোক্ষ আর্থিক সহায়তায় তৈরি।

খ। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নিয়মবহির্ভূতভাবে গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ ফান্ড গঠন তাতে গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর করেছেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পরবর্তীতে আরো প্রায় ৫০ টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। উক্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থরক্ষিত হয়নি।

গ। ২০১১ সালে গঠিত গ্রামীণ ব্যাংক সংক্রান্ত রিভিউ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ইতোমধ্যেই গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রামীণ ব্যাংকের ন্যায্য অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো এবং গ্রামীণ ব্যাংক আর্থিকভাবে লাভবান হতো।

ঘ। গ্রামীণ পরিবারের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ গ্রামীণ কল্যাণ, গ্রামীণ টেলিকম এবং গ্রামীণ ফান্ডে গ্রামীণ ব্যাংকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা যেতে পারে।

২। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিশ্লেষণ ও অনিয়মের চিত্র।

ক।	ডঃ ইউনুসের মালিকানাধীন গ্রামীন টেলিকম এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
খ।	গ্রামীন টেলিকমের অর্থ প্রবাহ
গ।	গ্রামীণ কল্যাণের অর্থ প্রবাহ
ঘ।	গ্রামীন টেলিকম ও গ্রামীন কল্যাণের চুক্তি সংক্রান্ত অসঙ্গতি
ঙ।	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাষ্টের অর্থ প্রবাহ
চ।	গ্রামীণ নীটওয়্যার এবং গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম
ছ।	গ্রামীণ ব্যাংক হতে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ (২০২২)
জ।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ অসংগতি

ডঃ ইউনুসের মালিকানাধীন গ্রামীন টেলিকম এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

১।	গ্রামীন টেলিকম	২৪।	গ্রামীন শিক্ষা
২।	গ্রামীন কল্যাণ	২৫।	গ্রামীন ব্যবসা সেবা লিঃ
৩।	গ্রামীন মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন	২৬।	গ্রামীন ট্রাস্ট
৪।	গ্রামীন কৃষি ফাউন্ডেশন	২৭।	গ্রামীন ফান্ড
৫।	গ্রামীন সল্যিউশন লিমিটেড	২৮।	গ্রামীন কম্যুনিকেশনস
৬।	গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনস লিঃ	২৯।	গ্রামীন আমেরিকা
৭।	গ্রামীন নীটওয়্যার লিঃ	৩০।	গ্রামীন ফাউন্ডেশন ইউএসএ
৮।	গ্রামীন শক্তি সামাজিক ব্যবসা লিঃ	৩১।	গণস্বাস্থ্য গ্রামীন টেক্সটাইলস মিলস লিঃ
৯।	গ্রামীন জাপান অটো লিঃ	৩২।	অনন্য কনস্ট্রাকশন
১০।	গ্রামীন সামগ্রী	৩৩।	গ্রামীন ভায়োলিয়া ওয়াটে
১১।	গ্রামীন আইটি পার্ক লিঃ	৩৪।	গ্রামীন ক্যালেডোনিয়ান নার্সিং কলেজ
১২।	সামাজিক হেলথ সাইন্স ইন্সটিটিউটএন্ড রিসার্চ লিমিটেড	৩৫।	গ্রামীন আই হসপিটাল
১৩।	গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস লিঃ	৩৬।	ইউনুস সেন্টার
১৪।	গ্রীন ইকোটেক লিমিটেড	৩৭।	সামাজিক কনভেনশন সেন্টার
১৫।	গ্রামীন ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ	৩৮।	রফিক অটোভ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৬।	গ্রামীন ডানোন ফুডস লিঃ	৩৯।	গ্লোব কিডস ডিজিটাল লিঃ
১৭।	সমাধান সার্ভিসেস লিঃ	৪০।	গ্রামীন ইনফরমেশন হাইওয়ে লিঃ
১৮।	গ্রামীন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	৪১।	টিউলিপ ডেইরি এ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
১৯।	গ্রামীন স্টার এডুকেশন লিঃ	৪২।	গ্রামীন সাইবারনেট লিঃ
২০।	গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্ট	৪৩।	গ্রামীন বাইটেক লিঃ
২১।	নবীন উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রোগ্রাম	৪৪।	গ্রামীন ইমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস লিঃ
২২।	গ্রামীন উদ্যোগ	৪৫।	গ্রামীন ইউগ্লেনা
২৩।	গ্রামীন ব্যবসা বিকাশ	৪৬।	গ্রামীণ ফাউন্ডেশন

ডঃ ইউনুসের মালিকানাধীন গ্রামীন ব্যাংক, গ্রামীন টেলিকমসহ ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণে গ্রামীন টেলিকম এবং গ্রামীন কল্যাণ থেকে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট ২১টি প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহের তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রামীন টেলিকমের অর্থ প্রবাহ

গ্রামীনফোনের ৩৪.২% শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ২০০৩-২০২২ পর্যন্ত **১০,৮৯০ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫৮ টাকা** লাভ করে।

লভ্যাংশের উপর ১০-২০% হারে ট্যাক্স কর্তন

২১৫৫ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫৬ টাকা

গ্রামীন টেলিকম থেকে গ্রামীন কল্যাণ (৪২.৬৫% লভ্যাংশ)

২২২২ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১১ টাকা লভ্যাংশ প্রদান

ব্যাংক ঋণ পরিশোধ

৫৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ১১৪ টাকা

গ্রামীন টেলিকমের অবশিষ্ট অর্থ

৬৪৫৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৭ টাকা

গ্রামীন টেলিকমের অর্থ প্রবাহ

গ্রামীন টেলিকমের অবশিষ্ট অর্থ
৬৪৫৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৭ টাকা

গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্টকে অনুদান ও ঋণ হিসেবে প্রদত্ত

৩০১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৮৯ টাকা

(অনুসন্ধান চলমান)

গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঋণ ও ইকুইটি ফাইন্যান্স হিসেবে বিনিয়োগ

৪৩৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৪ হাজার ১৫ টাকা

(অনুসন্ধান চলমান)

মিউচুয়াল ফান্ড, ওয়ার্কারস প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড এবং পুজিবাজারে বিনিয়োগ

৪৭২ কোটি ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৬৯ টাকা

(শ্রমিকদের লভ্যাংশ হিসেবে ৪৩৭ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে)

১) ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে গচ্ছিত অবশিষ্ট ব্যালান্সঃ ২৫৩১ কোটি ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫০৪ টাকা

(+)

২) ফিক্সড ডিপোজিটে গচ্ছিত অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদঃ ১৯০ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৫১ টাকা।

মোটঃ ২৭২১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৫৫ টাকা।

গ্রামীন টেলিকম হতে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ

গ্রামীন টেলিকম হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ ও ইকুইটি ফাইন্যান্স হিসেবে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানে ৪৩৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৪ হাজার ১৫ টাকা প্রবাহিত হয়ঃ

গ্রামীন মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন ৫০ লক্ষ টাকা	**গ্রামীন কৃষি ফাউন্ডেশন** ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা	**গ্রামীন উদ্যোগ** ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪৬ টাকা	**গ্রামীন ব্যবসা বিকাশ** ১ কোটি ৮৪ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা	**গ্রামীন সল্যিউশন লিমিটেড** ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৯৫ টাকা
গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনস লিঃ ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা	**গ্রামীন শক্তি সামাজিক ব্যবসা লিঃ** ১০৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা	**গ্রামীন জাপান অটো লিমিটেডঃ** ২ কোটি টাকা	**গ্রামীন সামগ্রী** ১৫ কোটি টাকা	**গ্রামীন আইটি পার্ক** ৭৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৬ টাকা
সামাজিক হেলথ সাইন্স ইন্সটিটিউট এন্ড রিসার্চ লিমিটেড ৪২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬ শত ২৪ টাকা	**গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস লিঃ** ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা	**গ্রীন ইকোটেক লিমিটেড** ২৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪ শত ৬৪ টাকা	**গ্রামীন ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ** ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা	**গ্রামীন ডানোন ফুডস লিঃ** ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
সমাধান সার্ভিসেস লিঃ ৯ কোটি টাকা	**গ্রামীন নীটওয়্যার লিঃ** ২১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা			

গ্রামীণ কল্যাণের অর্থ প্রবাহ

গ্রামীণ কল্যাণ, ১৯৯৬ সালের ৬ নভেম্বর ‘নট ফর প্রফিট’ এবং ‘নন ডিভিডেন্ড কোম্পানি’ হিসেবে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

গ্রামীন কল্যানের আয়ের উৎস

অনুদান/ ঋণ গ্রহণ

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে গ্রামীন ব্যাংক হতে ৬৯.৮২ কোটি টাকা।

গ্রামীন টেলিকম থেকে গ্রামীন কল্যাণ

চুক্তি মোতাবেক, এযাবৎ ২২২২ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১১ টাকা লভ্যাংশ অর্জন।

শেয়ারের অংশ এবং সুদ

ইকুইটি শেয়ার থেকে এবং ফিক্সড ডিপোজিটে গচ্ছিত অর্থ থেকে।

গ্রামীন কল্যাণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ

গ্রামীন ব্যাংকে ঋণের সুদ পরিশোধ

৫০৩ কোটি ২ লক্ষ ২ হাজার ১৩৩ টাকা

(অনুসন্ধান চলমান)

গ্রামীন সংশ্লিষ্ট ১৪টি প্রতিষ্ঠানে ইকুইটি ফাইন্যান্স হিসেবে বিনিয়োগ

১৯২ কোটি ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১৪ টাকা

(অনুসন্ধান চলমান)

লোন এবং অ্যাডভান্স

গ্রামীন সংশ্লিষ্ট ৭টি প্রতিষ্ঠানে হিসেবে ৪৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ২ হাজার ৪৩৭ টাকা।

ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে গচ্ছিত

২২৫৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৮৭ টাকা

গ্রামীন কল্যাণ হতে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ

গ্রামীন কল্যান হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ ও ইকুইটি ফাইন্যান্স হিসেবে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৯২ কোটি ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১৪ টাকা প্রবাহিত হয়ঃ

গ্রামীন সল্যিউশন লিমিটেড

১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৭৫ টাকা

গ্রামীন আইটি পার্ক

৭৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৬ টাকা

সামাজিক হেলথ সাইন্স ইন্সটিটিউট এন্ড রিসার্চ লিমিটেড

১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস লিঃ

১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা

গ্রামীন ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ

১ কোটি ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা

গ্রামীন ডানোন ফুডস লিঃ

২ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

গ্রামীন নীটওয়্যার লিঃ

৭৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৯০ টাকা

গ্রামীন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ

৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

নবীন উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রোগ্রাম

২৮ কোটি ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৬৫ টাকা

গ্রামীন টেলিকম

৫৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার ১০৮ টাকা

গ্রামীন স্টার এডুকেশন লিঃ

২৪ লক্ষ টাকা

গ্রামীন টেলিকম ও গ্রামীন কল্যাণের চুক্তি সংক্রান্ত অসঙ্গতি

- ১। গ্রামীণ ব্যাংক হতে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ৬৯.৮২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে গ্রহণ করে গ্রামীণ কল্যাণ। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর ১৯ ধারা অনুসারে ভুমিহীন ব্যক্তি ব্যতীত গ্রামীণ কল্যানের মতো প্রতিষ্ঠানে গ্রামীণ ব্যাংক অনুদান কিংবা ঋণদান করতে পারেনা।

- ২। গ্রামীন টেলিকম কর্তৃক ঋণ হিসেবে গ্রামীন কল্যাণের কাছ থেকে নেয়া ৫৩.২৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে গ্রামীন টেলিকমের ৪২.৬৫% লভ্যাংশ প্রদানের চুক্তি করা হয় ১৩ই এপ্রিল, ২০১১ তারিখে। ৫৩.২৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে ২০০৩-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২২২৩ কোটি টাকা অর্জন করে গ্রামীন কল্যাণ। এর মধ্যে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক গ্রামীন কল্যাণকে ৪২.৬৫% অনুযায়ী ১৯২৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার ১২১ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে গ্রামীন টেলিকম । **কিন্তু ২০১৭ সালে ২১.৮৪% এবং ২০২১ সালে ১৪.০৭% লভ্যাংশ প্রদান করে। মধ্যবর্তী ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে গ্রামীন টেলিকম গ্রামীন কল্যানকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করেনি।**

মন্তব্যঃ এটি প্রতীয়মান যে, গ্রামীন টেলিকম কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামাফিক হারে বিভিন্ন সময়ে গ্রামীন কল্যানকে লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

গ্রামীণ টেলিকম ট্রাষ্টের অর্থ প্রবাহ

গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্টের আয়ের উৎস

গ্রামীন টেলিকম থেকে প্রাপ্ত

৩০০৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা

(অনুদানঃ ১৪১৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা

ঋণঃ ১৫৯৫ কোটি টাকা)

পুঞ্জিভুত প্রফিট ও অন্যান্য

৩৫৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা

টেলিকম ভবনের ফ্লোর বিক্রির বিপরীতে অগ্রীম

১০০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা

গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্টের ব্যয়/বিনিয়োগের খাত

জমি ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ

১৮৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা

গ্রামীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ ও ঋণদান

২৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা

নির্মাণাধীন প্রকল্প ও অন্যান্য খাত

৩৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা

ফিক্সড ডিপোজিট

১১৩৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা

গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট হতে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ

গ্রামীন কল্যান হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ ও ইকুইটি ফাইন্যান্স হিসেবে গ্রামীন সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা প্রবাহিত হয়ঃ

সামাজিক হেলথ সাইন্স ইন্সটিটিউট এন্ড রিসার্চ লিমিটেড

৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা

গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস লিঃ

৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা

গ্রামীন ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ

২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা

গ্রামীন ডানোন ফুডস লিঃ

৫৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা

গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনস লিঃ

১০৮ কোটি ৫০ হাজার টাকা

অনন্য কনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ

১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

গ্রামীন কল্যাণ ও গ্রামীন টেলিকম হতে বিনিয়োগকৃত গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অসঙ্গতি

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	অসঙ্গতি
১	**গ্রামীন টেলিকম**	**গ্রামীন কল্যাণ হতেঃ** ৫৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার ১০৮ টাকা	১) নিজস্ব মালিকানার জায়গা থাকা স্বত্ত্বেও অফিস চালনা না করেও ভাড়া প্রদর্শন, ২) নিজস্ব কর্মী না থাকলেও বেতন ভাতার নামে বিপুল অর্থ খরচ প্রদর্শন, ৩) প্রপার্টির দামের অতিমূল্যায়ন, ৪) লোকসানী প্রতিষ্ঠানে বিপুল অংকের অস্বাভাবিক অর্থায়ন, ৫) শেয়ার ক্রয়ের বিনিয়োগে অসামঞ্জস্যতা, ৬) পিপল লিজিং এর মতো বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ।
২	**সামাজিক হেলথ সাইন্স ইন্সটিটিউট এন্ড রিসার্চ লিমিটেড**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ৪২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬ শত ২৪ টাকা **গ্রামীন কল্যাণ হতেঃ** ১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা **মোটঃ ৫৯ কোটি ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা**	Administrative Expense এবং বেতন ভাতা খাতে এর নামে বিস্তারিত বাখ্যা ছাড়াই বিপুল অংকের খরচ প্রদর্শন এবং অতিমূল্যায়ন।
৩	**গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস লিঃ**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা **গ্রামীন কল্যাণ হতেঃ** ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা **মোটঃ ২০ কোটি ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা**	১) Administrative Expense এবং বেতন ভাতা খাতে এর নামে বিস্তারিত বাখ্যা ছাড়াই বিপুল অংকের খরচ প্রদর্শন এবং অতিমূল্যায়ন। ২) অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি না নিয়ে গ্রামীণ হেলথ কেয়ার ট্রাস্ট হতে ৭.৬৭ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ। ৩) অফিস ভাড়া বাবদ মাসিক ২.১০ লক্ষ টাকা প্রদর্শন।
৪	**গ্রামীন সল্যিউশন লিমিটেড**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৯৫ টাকা **গ্রামীন কল্যাণ হতেঃ** ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৭৫ টাকা **মোটঃ ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৯৫ টাকা**	১) Administrative Expense খাতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই বিপুল অংকের খরচ প্রদর্শন এবং খরচের অতিমূল্যায়ন। ২) ১৯৯৯- বর্তমান পর্যন্ত চুড়ান্ত লোকসানী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্ত্বেও অব্যাহত অর্থায়ন। ৩) পরিচালকের বেতন অন্যান্য কর্মীদের তুলনায় কম প্রদর্শন ।
৫	**গ্রামীন শক্তি সামাজিক ব্যবসা লিঃ**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ১০৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা	১) প্রায় ২.৬৪ কোটি টাকার ক্রমাগত লোকসানী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্ত্বেও অব্যাহত বিনিয়োগ। ২) Administrative Expense, অফিস ভাড়া, বেতন ভাতাসহ বিভিন্ন খাতের নামে বিস্তারিত বাখ্যা ছাড়াই বিপুল অংকের খরচ প্রদর্শন।

গ্রামীন কল্যাণ ও গ্রামীন টেলিকম হতে বিনিয়োগকৃত গ্রামীন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অসঙ্গতি

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	অসঙ্গতি
৬	**গ্রামীন জাপান অটো লি:**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ২ কোটি টাকা	১) কমিশনের নামে ব্যাখাতীত একটি খাত উল্লেখ করা এবং লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রদর্শন ২) ১৫ জন জনবলের জন্য অপারেটিং খরচের অতিমূল্যায়ন।
৭	**সমাধান সার্ভিসেস লিঃ**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ৯ কোটি টাকা	পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে লাইসেন্স এর জন্য অপেক্ষমান, অন্যান্য বিনিয়োগ এবং উক্ত অর্থ মিলে মোট ১৫ কোটি টাকা শেয়ার মানি ডিপজিট হিসেবে ব্যাংকে গচ্ছিত আছে।
৮	**গ্রামীন মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ৫০ লক্ষ টাকা	১) লোকসানী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্ত্বেও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা। ২) লোকসানী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্ত্বেও গ্রামীণ টেলিকম হতে অর্থ প্রদান।
৯	**গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনস লিঃ**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা	১) ২০১৬-২০১৯ সালের আর্থিক বিবরনীতে প্রফিট এবং সেলস আন্ডারভয়েসিং করে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হয়। ২) অপারেশনাল খরচে ওভারভয়েসিং করা হয়েছে।
১০	**গ্রামীন সামগ্রী**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ১৫ কোটি টাকা	১) বিগত ২৬ বছর কোম্পানীর পরিচলনকালের মধ্যে ৯ বছর লোকসানে চলমান থাকা স্বত্ত্বেও চলতি বছরেই ঋণ হিসেবে অর্থায়ন।
১১	**গ্রামীন নীটওয়্যার লিঃ**	**গ্রামীন টেলিকম হতেঃ** ২১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা **গ্রামীন কল্যাণ হতেঃ** ৭৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৯০ টাকা **মোটঃ ২৯১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৯০ টাকা**	১) ২০১৫-২০১৯ পর্যন্ত মার্কেটিং খরচের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বাবদ অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা ব্যয় প্রদর্শন। ২) ২০১৯ সালে ১০৭.৩৮ কোটি টাকাসহ বিভিন্ন বছরে মোট ২৭৫ কোটি টাকার লোকসান প্রদর্শন।

গ্রামীণ নীটওয়্যার এবং গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম

- গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ গ্রামীণ কল্যাণ এবং গ্রামীণ টেলিকম এর অর্থায়নে গঠিত অপর একটি প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হতে গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ অদ্যবধি ইকুইটি শেয়ার এবং অনুদান হিসেবে প্রায় ২৯১ কোটি টাকা গ্রহন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অদ্যবধি একটি লোকসানী প্রতিষ্ঠান এবং মোট লোকসানের পরিমাণ ২৭৫ কোটি টাকা। অডিট রিপোর্টে ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং খরচ হিসেবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে হয়েছে। শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির লোকসান দেখানো হয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা।

- গ্রামীণ ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশন লিঃ গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট ও গ্রামীণ টেলিকমের অর্থায়নে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট ও গ্রামীণ টেলিকম হতে ইকুইটি শেয়ার ও ঋণ হিসেবে মোট প্রায় ৯০ কোটি গ্রহন করেছে। প্রতিষ্ঠানটিকে অদ্যবধি একটি লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হচ্ছে এবং মোট লোকসানের পরিমাণ ৭৬ কোটি টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৭০ কোটি টাকা লস দেখানো হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ সালে গ্রামীণ নীটওয়্যার কর্তৃক গ্রামীন ফেব্রিক এবং ফ্যাশন থেকে কাঁচামাল বাবদ ক্রয় দেখানো হয়েছে **১৯,৬৬,৮৫,৪৬৪/- টাকা**। যদিও উক্ত বছরে গ্রামীন ফ্যাশন এন্ড ফেব্রিক এর মূল বিক্রয় বিদেশকেন্দ্রিক ছিল। তথাপি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য গ্রামীন ফেব্রিক এন্ড ফ্যাশন এর রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। উক্ত অর্থটি রিলাটেড পার্টি ট্রানসেকশন তথা একোমডেশন হতে পারে মর্মে অনুমেয় যা মানি লন্ডারিং এর আওতায় পড়ে।

মন্তব্যঃ গ্রামীণ নীটওয়্যার এবং গ্রামীণ ফেব্রিক্সে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অনিয়ম হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বর্তমানে অনুসন্ধান করছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হতে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ (২০২২)

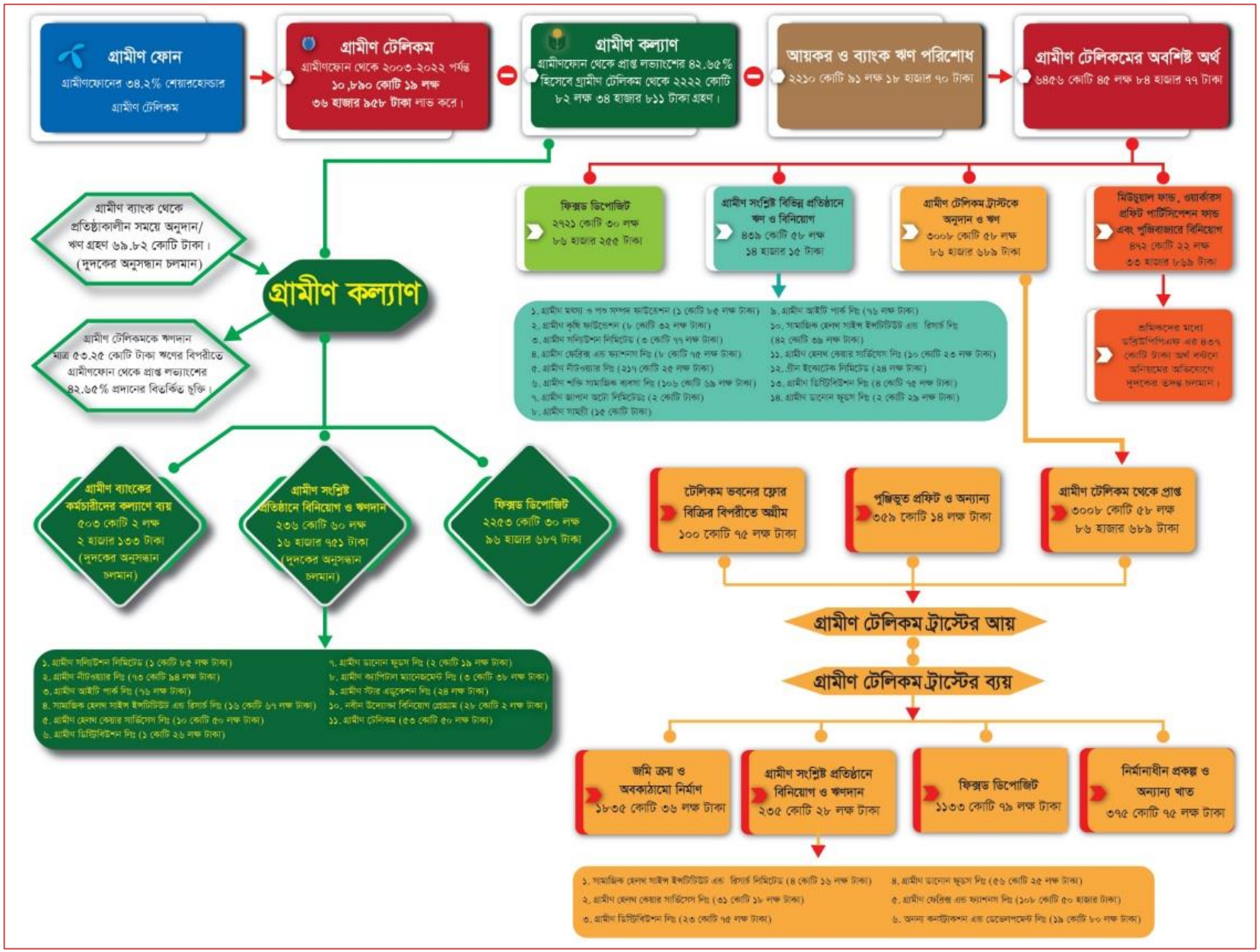

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ অসংগতি

১। গ্রামীণ ফোন থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের টাকা ইচ্ছামাফিক খরচ করার জন্য গ্রামীণ কল্যাণের সাথে বিধিবহির্ভূত চুক্তি করা।

২। গ্রামীণ টেলিকমের অবশিষ্ট অর্থের স্থানান্তরের জন্য গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট গঠন করে তাতে অনুদান এবং ঋণ হিসেবে বড় অঙ্কের টাকা স্থানান্তর।

৩। গ্রামীণ কল্যাণে লভ্যাংশ প্রদান এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টে অনুদান ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়া।

৪। ডঃ ইউনুসের আস্থাভাজন কতিপয় ব্যক্তিদের পরিচালনা পরিষদের সদস্য করে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা বাবদ বড় অঙ্কের টাকা খরচ করা।

৫। গ্রামীণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে জমি ক্রয়-বিক্রয় এবং স্বল্পমেয়াদী এফডিআর করার মাধ্যমে সম্ভাব্য কমিশন বাণিজ্য।

৩। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত আর্থিক অসংগতি

ক।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে আগত রেমিট্যান্স বিশ্লেষন।
খ।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স ফাইল বিশ্লেষন।
গ।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান দানকর মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে আগত রেমিট্যান্স বিশ্লেষণ

- ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের মোট তিনটি ব্যক্তিগত একাউন্ট পাওয়া গিয়েছে (ক। ০২১২১০০০২০০৬১, সাউথইস্ট ব্যাংক খ। ১৮১২১২৭৪৭০১, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক গ। ০৪৮৯০১০০০৮০৯৬, রুপালি ব্যাংক)।
- উক্ত একাউন্ট তিনটির মাঝে সাউথ ইস্ট একাউন্টটি **(০২১২১০০০২০০৬১)** উনার মূল ব্যক্তিগত একাউন্ট বলে প্রতীয়মান যা ২০০০ সালে খোলা হয়। উক্ত একাউন্টে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১১৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৬৮ টাকা রেমিটেন্স এসেছে।
- উক্ত রেমিটেন্স এর একটি বড় অংশ (৪৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৫২ টাকা) এসেছে ১/১১ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে (২০০৬-২০০৮)। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে তিনি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

ক্র নং	অর্থ বছর	ডেবিট	ক্রেডিট		
			মোট ক্রেডিট	লোকাল	ফরেইন
০১	২০০০-২০০১	১,০০,৮৮,৪৪৭/-	১,০১,০৭,৮৪৩/-	৭০,৭৯,০৫২/-	৩০,২৮,৭৯১/-
০২	২০০১-২০০২	৯৩,৯৫,৬৯৫/-	৯৭,৭২,৭৩২/-	৪৮,২৫,৬৭৫/-	৪৯,৪৬,৮৫৬/-
০৩	২০০২-২০০৩	৪৫,৫৯,৪৯৭/-	৩৯,৪৩,০৫৩/-	১৮,৫১,৭৮৩/-	২০,৯১,২৭০/-
০৪	২০০৩-২০০৪	১,৫১,৭৯,০২৬/-	১,৫২,২৬,১০৩/-	১২,৮৯,৭২২/-	১,৩৯,৩৬,৩৮১/-
০৫	২০০৪-২০০৫	১,০৮,১০,৮৯৮/-	১,০৮,২৫,৬৬২/-	৫,৪৩,২৩১/-	১,০২,৮২,৪৩১/-
০৬	২০০৫-২০০৬	১,০৪,৯০,৮৫৪/-	১,০৪,৫৭,০৬৬/-	৪,৭৭,০১৫/-	৯৯,৮০,০৫১/-
০৭	২০০৬-২০০৭	১৫,১৫০৮,৮২৬/-	১৫,১৯,৪০,৩৩৪/-	৮,০৯,২৮৬/-	১৫,১১,৩১,০৪৭/-
০৮	২০০৭-২০০৮	১২,০০,২৩,৯৩৭/-	১২,০০,২২,০৮৭/-	১৭,০৭,৬৭৭/-	১১,৮৩,১৪,৪১০/-
০৯	২০০৮-২০০৯	২০,৭৬,৮৯,৯২১/-	২১,০২,৯১,৫০১/-	৭,৪০,৩০৫/-	২০,৯৫,৫১,১৯৫/-
১০	২০০৯-২০১০	৮,৭৮,৬৪,২৫৫/-	৮,৫৩,৩১,৮০৭/-	৩৪,৬৬,৬০৩/-	৮,১৮,৬৫,২০৪/-
১১	২০১০-২০১১	৬,২৭,০০,৫৭৬/-	৬,২৫,৫৫,৪৭২/-	৪৫,৭২,৮৩৯/-	৫,৭৯,৮২,৬৩২/-
১২	২০১১-২০১২	৯,৮২,২০,৮৮০/-	৯,৮৪,৫৪,৯৯১/-	১,৪৭,৫২,৯১৪/-	৮,৩৭,০২,০৭৭/-
১৩	২০১২-২০১৩	১০,৭৮,৮৫,২৩৭/-	১০,৯৭,১৫,১৯৬/-	৪১,৭২,৮৫৯/-	১০,৫৫,৪২,৩৩৬/-
১৪	২০১৩-২০১৪	৬,০৩,৩০,৪২৬/-	৭,২২,৪২,২০৭/-	৭,৮৫,০০০/-	৭,১৪,৫৭,২০৭/-
১৫	২০১৪-২০১৫	৬,৭৭,৬৯,০১২/-	৫,৫০,৭৫,৬৮৮/-	১,৬৩,৯৩,৫৩৬/-	৩,৮৬,৮২,১৫২/-
১৬	২০১৫-২০১৬	৩,৯৬,৯১,৫৯১/-	৪,০৮,৯১,৯২৭/-	১৭,২১,৫৫৬/-	৩,৯১,৭০,৩৭১/-
১৭	২০১৬-২০১৭	৪,৯১,৫৬,১২৫/-	৪,৭৬,৩৪,৪৩৫/-	১,০৮,৫১৫/-	৪,৭৫,২৫,৯২০/-
১৮	২০১৭-২০১৮	২,৮৯,৮২,৫৫৮/-	২,৮৮,৮১,২২৮/-	৩৯,১১২/-	২,৮৮,৪২,১১৬/-
১৯	২০১৮-২০১৯	৪,০৫,৭৮,৪৪৮/-	৩,৯৪,০০,০৩২/-	৫৩,৭০,২৩৩/-	৩,৪০,২৯,৭৯৯/-
২০	২০১৯-২০২০	৩,৭৪,১০,৯২৮/-	৪,২৬,২৯,২০৯/-	২৫,২৮,৫০১/-	৪,০১,০০,৭০৮/-
২১	২০২০-২০২১	২,৬৬,৯৮,৯৭৬/-	২,১৬,৭৮,০০২/-	১,৩৮,৭৯,২৩০/-	৭৭,৯৮,৭৭২/-
২২	২০২১-২০২২	২,৬৭,২৪,০৩১/-	২,৬৬,২৯,০৪০/-	৩৮,১৪,৩৯৭/-	২,২৮,১৪,৬৪২/-
	মোটঃ	১৩১,৩৫,০০,৮২৮/-	১৩১,৩৯,৯০,০৫৭/-	৯,০৯,৮৬,০৯৪	১১৮,২৭,৭৬,৩৬৮/-

বিষয়ঃ ড. ইউনুস এর ব্যাংক সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যক্তিগত একাউন্টের (০২১২১০০০২০০৬১) অর্থ প্রবাহ।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে আগত রেমিট্যান্স বিশ্লেষণ

- ডঃ ইউনুসের ট্যাক্স ফাইল বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০০৫-০৬ কর বৎসর অনুযায়ী তিনি সর্বমোট ৯৭ কোটি ৪ লক্ষ ৬১ হাজার ১৯১ টাকা রেমিট্যান্স প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু উনার সাউথ ইস্ট ব্যাংকের একাউন্ট অনুযায়ী উক্ত সময়ে তার রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৪ টাকা। অর্থাৎ বর্ণিত সময়ে তিনি ১৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৩৫ টাকার রেমিটেন্স প্রাপ্তির তথ্য ট্যাক্স ফাইলে গোপন করেছেন।
- একাউন্টটির ডেবিট এনালাইসিস করে দেখা যায় অপ্রদর্শিত অর্থ সমূহের মূল অংশ তিনি সাউথইস্ট ব্যাংকের অন্য দুটি একাউন্টে (১। একাউন্ট নাম- ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, একাউন্ট নং- ৭৩৩০০০০০৩৩৯, ব্রাঞ্চ নং- ১৫ তে ১১ কোটি ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬৭ টাকা এবং একাউন্ট নং-৯০৩০৩১৬০৯১০, ব্রাঞ্চ নং-০০৩৫ তে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা) স্থানান্তর করেছেন।

ক্র নং	কর অর্থ বছর	বিদেশ হতে প্রাপ্ত রেমিটেন্স		পার্থক্য
		ট্যাক্স ফাইল অনুযায়ী	সাউথ ইস্ট ব্যাংক এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী	
০১	২০০৫-২০০৬	৪৩,০৯,৯৪৬/-	১,০২,৮২,৪৩১/-	৫৯,৭২,৪৮৫/-
০২	২০০৬-২০০৭	৩৮,৮২,৯২৩/-	৯৯,৮০,০৫১/-	৬০,৯৭,১২৮/-
০৩	২০০৭-২০০৮	৯,১৪,৫৮,৪৮৯/-	১৫,১১,৩১,০৪৭/-	৫,৯৬,৭২,৫৫৯/-
০৪	২০০৮-২০০৯	১০,৪০,২৪,৮৩২/-	১১,৮৩,১৪,৪১০/-	১,৪২,৮৯,৫৭৮/-
০৫	২০০৯-২০১০	১৮,৯৯,২৮,৭৩১/-	২০,৯৫,৫১,১৯৫/-	১,৯৬,২২,৪৬৫/-
০৬	২০১০-২০১১	৬,৬০,৪৪,০৯২/-	৮,১৮,৬৫,২০৪/-	১,৫৮,২১,১১২/-
০৭	২০১১-২০১২	৪,৬৫,৩৬,৫৭২/-	৫,৯১,০৫,৫৮৬/-	১,২৫,৬৯,০১৪/-
০৮	২০১২-২০১৩	৬,৫০,৬৬,৬৬৫/-	৮,৩৭,০২,০৭৭/-	১,৮৬,৩৫,৪১২/-
০৯	২০১৩-২০১৪	৭,৯৮,৫৯,৫৪৪/-	১০,৫৫,৪২,৩৩৬/-	২,৫৬,৮২,৭৯৩/-
১০	২০১৪-২০১৫	৫,১৬,৬১,৫৯৮/-	৭,১৪,৫৭,২০৭/-	১,৯৭,৯৫,৬০৯/-
১১	২০১৫-২০১৬	৪,১৫,৭৮,৭৯৭/-	৩,৮৬,৮২,১৫২/-	-২৮,৯৬,৬৪৪/-
১২	২০১৬-২০১৭	৩,৭০,৯৫,৭৫৩/-	৩,৯১,৭০,৩৭১/-	২০,৭৪,৬১৮/-
১৩	২০১৭-২০১৮	৪,৭৫,২৫,৯২০/-	৪,৭৫,২৫,৯২০/-	০
১৪	২০১৮-২০১৯	২,৮৮,৪১,৮৫১/-	২,৮৮,৪২,১১৬/-	২৬৫/-
১৫	২০১৯-২০২০	৩,৯৫,৯৫,৩১১/-	৩,৪০,২৯,৭৯৯/-	-৫৫,৬৫,৫১২/-
১৬	২০২০-২০২১	৪,০১,০০,৭০৮/-	৪,০১,০০,৭০৮/-	০
১৭	২০২১-২০২২	৭৭,৯৮,৭৭৩/-	৭৭,৯৮,৭৭৩/-	০
১৮	২০২২-২০২৩	২,৫১,৫০,৬৮৪/-	২,২৮,১৪,৬৪২/-	-২৩,৩৬,০৪২/-
	মোটঃ	৯৭,০৪,৬১,১৮৯/-	১১৫,৯৮,৯৬,০২৪/-	১৮,৯৪,৩৪,৮৩৫/-

বিষয়ঃ ড. ইউনুস এর সাউথ ইস্ট ব্যাংকে (০২১২১০০০২০০৬১) রক্ষিত হিসাবে আগত ফরেইন রেমিটেন্স এবং কর বছরে প্রদর্শিত রেমিটেন্স এর পার্থক্য।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে আগত রেমিট্যান্স বিশ্লেষণ

ক্র নং	প্রেরক প্রতিষ্ঠানের নাম
১	The London Speaker Bureau Ltd. London, UK
২	The London Speaker Bureau, Oman
৩	NPO Earth Identity Projects, Japan
৪	Thinking Heads Group, Spain
৫	Thinking Heads Americas LLC, USA
৬	Thinking heads Americas LLC, USA
৭	American Programme Bureau Inc, USA
৮	The Harry Walker Agency, USA
৯	Ronald Jones of Janice Jones DBA, Solana Beach, CA
১০	SME Entertainment Group LLC, USA
১১	Watami Foundation , Japan
১২	China Construction Bank Corp, China

ড. ইউনুস এর ফরেইন কারেন্সির উল্লেখযোগ্য উৎস প্রসঙ্গে

কর অর্থ বছর	ভ্রমণকৃত দেশের সংখ্যা	দেশের নামসমূহ	আগত রেমিটেন্স সমূহ
২০১১-১২	১০ টি	(New York, Milan, Bucharest, Kuala lampur, Kolkata, delhi, Paris, Singapore, Dubai, London)	৫,৯১,০৫,৫৮৬
২০১২-২০১৩	১৯ টি	(Paris, bangkok, Zeddah, Zurich, Dubai, Washington DC, Paris, Colombo, Delhi, Riyadh, Zurich, Mumbai, Singapore, Luxemberg, Delhi, Washington DC, BAngkok, Vienna, Mwxico City)	৮,৩৭,০২,০৭৭
২০১৩-২০১৪	১৭ টি	(Rome, Tokiyo, Hongkkong, Mexico City, Frankfurt, New York, Paris, Vienna, London, Kulal lampur, kathmundu, Delhi, mascut, Luxemberg, Riyadh, Millan, Tokiyo)	১০,৫৫,৪২,৩৩৬
২০১৪-২০১৫	১৭ টি	(Glosgow, Dubai, Frankfurt, New York, Warsaw, Singapore, New York, Dubai, Zurich, Dubai, Paris, Taipei, Librabille, Frankfurt, Delhi, NEw York,	৭,১৪,৫৭,২০৭
২০১৫-২০১৬	১৯ টি	(Rome, barlin, Washington DC, Zakarta, New York, Canbera, Dablin, Riyadh, London, Kunmin, Mumbai, Rabat, Zurich, Cairo, London,Oslow, Dubai, jakarta, London)	৩,৮৬,৮২,১৫২
২০১৬-২০১৭	১১ টি	(Paris, Los Angles, Mumbai, New York, Kuwait City, Dubai, Boston, Rome, Rome, Sandiego, Glosgow)	৩,৯১,৭০,৩৭১
২০১৭-২০১৮	২০ টি	(Brasilia, Bangkok, Kuala lampur, New York, Dili, New York, Amsterdam, London, Mumbai, Zurich, Mumbai, Tokiyo, Paris, Dubai, Paris, Genva, Barlin, New York, Dubai, Paris)	৪,৭৫,২৫,৯২০
২০১৮-২০১৯	১৫ টি	(Glosgow, Kolkata, New York, Paris, Rome, New York, Delhi, Kolkata, Torrento, Jeddah, Sydney, Delhi, New York, Kolkata, Cochin)	২,৮৮,৪২,১১৬
২০১৯-২০২০	১৪ টি	Washington DC, Kuala lampur, Paris, Hongkong, Frankfurt, Tokiyo, New York, Bangkok, Dubai, Mannila, New York, Astana,Dalas, Bangkok,	৩,৪০,২৯,৭৯৯
২০২০-২০২১	১৩ টি	Guangzhu, Singapore, Kankun, Delhi, Los Angels, Rome, Barlin, Guangzhu, Mumbai, Geneva, Riyadh, Dubai, The HAgue,	৪,০১,০০,৭০৮
২০-০৩-২০থেকে ২৪-১১-২২	৮ টি	Kuala lampur, Barlin, Sydney, bangkok, Sharjah, New york, Millan, Kuala lampur	৭৭,৯৮,৭৭৩

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে আগত রেমিট্যান্স বিশ্লেষণ

মন্তব্যঃ

- ডঃ ইউনুসকে রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় উক্ত রেমিট্যান্স প্রদান করেছেন কিনা, তাদের অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য, ডঃ ইউনুসকে কেন এই অর্থ প্রদান করা হয়েছে, ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের বিদেশে কোন ব্যাংক একাউন্ট ও পরিসম্পদ রয়েছে কিনা তা জানার জন্য দুদক বাংলাদেশে ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে চিঠি দিয়েছে।
- ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের ট্যাক্স ফাইল এবং ব্যাংক হিসাবের রেমিট্যান্সের পার্থক্য সংক্রান্ত বিষয়ে এবং এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে কিনা তা তদান্তাধীন রয়েছে।

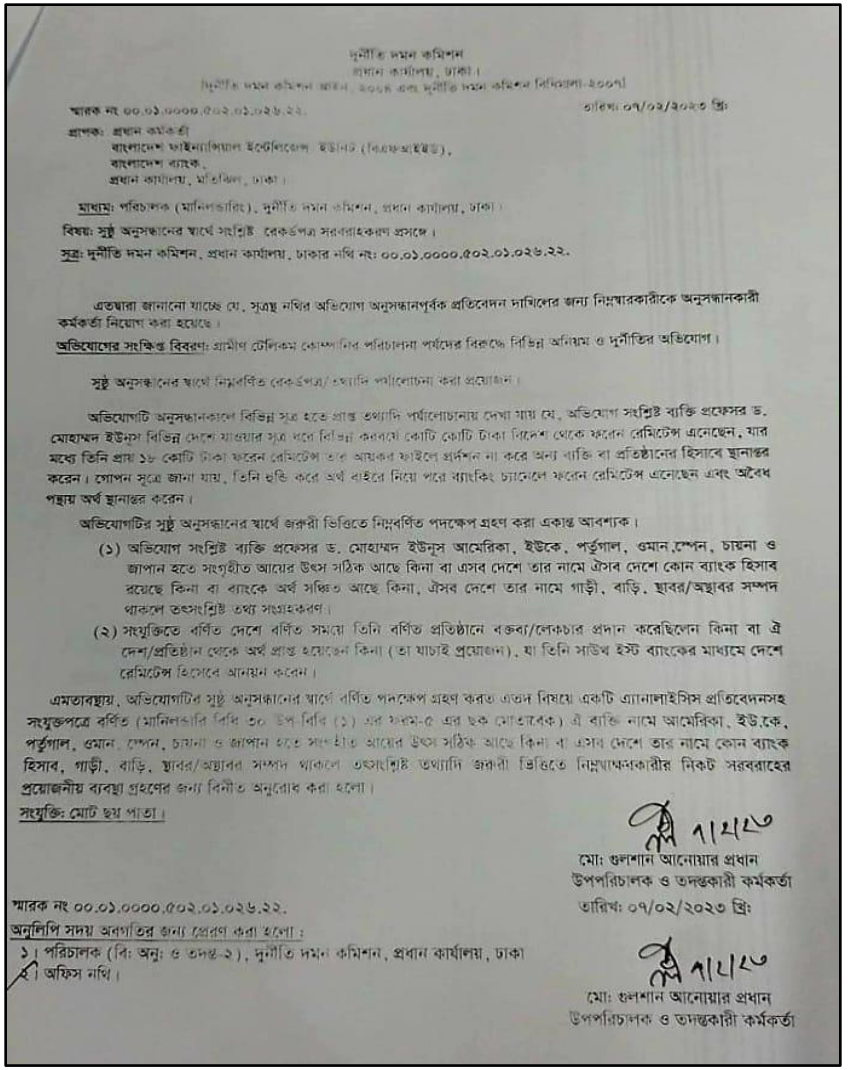

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
[দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা-২০০৭]

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২. তারিখ: ০৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ

প্রাপক: প্রধান কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ),
বাংলাদেশ ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

মাধ্যম: পরিচালক (মানিলন্ডারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়: সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সরবরাহকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং: ০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২.

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ নথির অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ।

সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অভিযোগটি অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সূত্র ধরে বিভিন্ন কারণে কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে ফরেন রেমিটেন্স এনেছেন, যার মধ্যে তিনি প্রায় ১৮ কোটি টাকা ফরেন রেমিটেন্স তার আয়কর ফাইলে প্রদর্শন না করে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করেন। গোপন সূত্রে জানা যায়, তিনি হুন্ডি করে অর্থ বাইরে নিয়ে পরে ব্যাংকিং চ্যানেলে ফরেন রেমিটেন্স এনেছেন এবং অবৈধ পন্থায় অর্থ স্থানান্তর করেন।

অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

(১) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস আমেরিকা, ইউকে, পর্তুগাল, ওমান,স্পেন, চায়না ও জাপান হতে সংগৃহীত আয়ের উৎস সঠিক আছে কিনা বা এসব দেশে তার নামে ঐসব দেশে কোন ব্যাংক হিসাব রয়েছে কিনা বা ব্যাংকে অর্থ সঞ্চিত আছে কিনা, ঐসব দেশে তার নামে গাড়ী, বাড়ি, স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ থাকলে তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহকরণ।

(২) সংযুক্তিতে বর্ণিত দেশে বর্ণিত সময়ে তিনি বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য/লেকচার প্রদান করেছিলেন কিনা বা ঐ দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা (তা যাচাই প্রয়োজন), যা তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স হিসেবে আনয়ন করেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করত এতদ বিষয়ে একটি এ্যানালাইসিস প্রতিবেদনসহ সংযুক্তপত্রে বর্ণিত (মানিলন্ডারিং বিধি ৩০ উপ-বিধি (১) এর ফরম-৫ এর ছক মোতাবেক) ঐ ব্যক্তি নামে আমেরিকা, ইউ.কে, পর্তুগাল, ওমান, স্পেন, চায়না ও জাপান হতে সংগৃহীত আয়ের উৎস সঠিক আছে কিনা বা এসব দেশে তার নামে কোন ব্যাংক হিসাব, গাড়ী, বাড়ি, স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ থাকলে তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জরুরী ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: মোট ছয় পাতা।

মো: গুলশান আনোয়ার প্রধান
উপপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২. তারিখ: ০৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :
১। পরিচালক (বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-২), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
২। অফিস নথি।

মো: গুলশান আনোয়ার প্রধান
উপপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স ফাইল বিশ্লেষন

খাত / কর বছর	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স	ইউনুস ট্রাস্টে প্রদান	ইউনুস ফ্যামিলি ট্রাস্টে প্রদান	মোট আয়	মোট খরচ	এফডিআর	প্রদত্ত কর	মোট পরিসম্পদ
২০২২-২৩	২,৫১,৫০,৬৮৪	-	-	৩,৫৩,৪৩,৩৪৪	৫০,২২,৩৯৫	১৭,২০,৭৮,৪০৩	২২,৪৬,৮৪৮	১৮,২০,২১,১৩৮
২০২১-২২	৭৭,৯৮,৭৭৩	-	-	১,৯৫,২৫,৩৫৩	৪৮,০৫,১১৪	১৪,৩১,৮৬,২২০	৩০,১৬,৯৭৪	১৫,১৭,০০,১৮৯
২০২০-২১	৪,০১,০০,৭০৮	-	-	৫,১৭,৫৯,৫৫৭	১,৫৭,৮৮,৮৬৬	১২,৬১,৭৬,১০৭	২৯,৭৫,১১১	১৩,৬৯,৭৯,৯৫১
২০১৯-২০	৩,৯৫,৯৫,৩১১	-	-	৪,৯৭,৫১,৭৭৪	১,২৪,৯০,০১০	৯,৭৯,০৯,৪৬৩	৩১,০৮,৮৮৭	১০,১০,০৯,২৬০
২০১৮-১৯	২,৮৮,৪১,৮৫১	-	-	৩,৩৯,৩০,৮৯৮	১,৪৪,১৭,২০৩	৫,৯৩,৬২,৮৮১	১২,৩০,৪০১	৬,৩৭,৪৭,৪৯৫
২০১৭-১৮	৪,৭৫,২৫,৯২০	-	-	৪,৯৪,৭২,৬৬০	২,৫৬,০৫,৪০৭	৩,৯৯,৯৩,৫৯৫	৩,০০,৭৫৫	৪,৪২,৩৩,৭৯৯
২০১৬-১৭	৩,৭০,৯৫,৭৫৩	-	-	৩,৭৮,৯১,২৮৩	২,৩৬,৭৮,৩৭১	১,৮২,৭২,৭০২	৫২,৫৩০	২,০৩,৬৬,৫৪৬
২০১৫-১৬	৪,১৫,৭৮,৭৯৭ (ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড)	-	-	৪,২২,১১,৮১৬	৫,৪৩,৬৬,৫৮৪	১,৫২,২২,৬২৮	৪৫,৫০২	৬১,৫৩,৬৩৩
২০১৪-১৫	৫,১৬,৬১,৫৯৮	৩,৫০,০০,০০০	২০,০০,০০০	৫,১৯,৭৬,৫৯৮	৪,১২,৭৭,৬৬৩	-	১৫,০০০	১,৮৩,০৮,৪০০
২০১৩-১৪	৭,৯৮,৫৯,৫৪৪	৭,৫০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	৮,০৪,০৩,০২১	৭,৯৮,৮৩,৯২৭	-	৩৩,৫২১	৭৬,১৪,৫০০
২০১২-১৩	৬,৫০,৬৬,৬৬৫	৮,২৫,০০,০০০	-	৭,৬০,৫৯,৩৪০	৯,৪৮,০৭,৬০৫	-	৮,৫৭,০৯৩	৭১,১৮,২০০
২০১১-১২	৪,৬৫,৩৬,৫৭২	৫৬,৫০,০০,০০০	৫,০২,০০,০০০	৯,৬৮,৯৪,৪৬৯	৬২,৮১,৯০,১৮২	১,৬৩,০১,৮৭৪	১,৩৬,১৮,২৬৮	২,৫৯,৪২,৬০৫
২০১০-১১	৬,৬০,৪৪,০৯২	৫,০০,০০,০০০	-	১২,৪৫,৪৪,২৫৩	৬,৫৬,১৮,১৪৯	৫৪,৫৩,২৩,৫৩৫	১,৩৭,২৯,২১৬	৫৫,৭৪,১৭,০৪১
২০০৯-১০	১৮,৯৯,২৮,৭৩১						৮৬,২৬,২৩৪	৪৯,৮৬,৩৬,৬৪২
২০০৮-০৯	১০,৪০,২৪,৮৩২							
২০০৭-০৮	৯,১৪,৫৮,৪৮৯							
২০০৬-০৭	৩৮,৮২,৯২৩							
২০০৫-০৬	৪৩,০৯,৯৪৬							

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাক্তিগত ইনকাম ট্যাক্স ফাইল বিশ্লেষন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিঃ

১। ডঃ ইউনূস ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ কর বৎসরে কর ফাঁকি দেয়ার জন্য ডঃ ইউনুস ট্রাস্টে ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ইউনুস ফ্যামিলি ট্রাস্টে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ও ইউনূস সেন্টারে ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা দান করেন। অর্থাৎ তার সে সময়ের প্রায় সমুদয় পরিসম্পদ তিনি দুটি ট্রাস্টে স্থানান্তর করেন। যদিও ডঃ ইউনুস ট্রাষ্ট এবং ইউনূস ফ্যামিলি ট্রাষ্টের অডিট রিপোর্টে উক্ত দানের অর্থকে ঋণ (লায়াবিলিটি) হিসেবে দেখানো হয়েছে।

২। কর দাবি মামলা দায়ের এর প্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ কর বৎসর হতে তিনি ট্রাস্টে অর্থ স্থানান্তর ব্যতিরেকে নিজের নামে পুনরায় এফডিআর করা শুরু করেন।

৩। ২০১৫-১৬ কর বৎসর পরবর্তী সময়ে তিনি প্রতিবছর বিদেশ ভ্রমণ খাতে বড় অঙ্কের টাকা খরচ দেখানো শুরু করেন যদিও তার পূর্ববর্তী বছর সমূহে তিনি এই খাতে কোন খরচ দেখান নি।

৪। ট্রাস্টে অর্থ স্থানান্তরের কারণে তার প্রদত্ত করের পরিমান ২০১২-১৩ কর বৎসর হতে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান দানকর মামলা সংক্রান্ত অনুসন্ধান

১। ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস তার ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ আয়কর বর্ষে তার নিজস্ব পরিসম্পদ থেকে ৭২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস ট্রাস্ট, ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ইউনূস ফ্যামিলি ট্রাস্ট এবং ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ইউনূস সেন্টার অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা দান করেন।

২। কর আইন ১৯৯০ এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী উক্ত দান আয়কর অব্যাহতি যোগ্য নয় বিধায় আয়কর কর্তৃপক্ষ ডঃ ইউনূসের সংশ্লিষ্ট তিন বছরের আয়কর রিটার্নের বিরুদ্ধে দান কর মামলা চালু করে ২৬/০১/২০১৪ সালে সর্বমোট ১৫ কোটি ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা (কর দাবি) ধার্য্য করে।

৩। ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস উক্ত জরিমানা আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার, আপীলাত রেঞ্জ-৩, কর অঞ্চল-২ এবং পরবর্তীতে আপীলাত ট্রাইবুন্যালে আপীল করেন। উভয় আদালতই ডঃ মোহাম্মদ ইউনূসের আপীল খারিজ করে জরিমানার রায় বহাল রাখেন।

৪। আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৪৮ টাকা জরিমানা (কর দাবি) প্রদানপূর্বক সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে তিন আয়কর বর্ষের জন্য পৃথক তিনটি রেফারেন্স দায়ের করেন যাদের নম্বর- ১০৮, ১০৯, ১১০/২০১৫, তারিখে ০৫/০৩/২০১৫।

৫। উক্ত রেফারেন্সের আলোকে মহামান্য হাইকোর্ট ১৪/০৯/২০১৫ তারিখে রেফারেন্স মামলা নিষ্পত্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত জরিমানা তথা করদাবি আদায়ের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। অদ্যবধি উক্ত রেফারেন্স মামলার কোন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি বিধায় আয়কর কর্তৃপক্ষ ডঃ ইউনূসের নিকট হতে বকেয়া জরিমানা আদায় করতে পারেনি।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান দানকর মামলা সংক্রান্ত অনুসন্ধান

মন্তব্য

১। কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিন কর বৎসরের জন্য দানকর মামলা দায়ের করা হলেও ডঃ ইউনূস কর্তৃক ২০১০-১১ কর বৎসরে দান করা ৫ কোটি এবং ২০১৪-১৫ সালে দান করা ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বিপরীতে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

২। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত রেফারেন্স মামলাসমূহের কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় পড়ে ছিলো।

৩। গ্রামীণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ফাঁকির বিষয়েও কর কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করলেও আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে সেগুলো স্থবির করে রাখা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (গোপনীয়)
প্রধান কার্যালয়
১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
[দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ দ্রষ্টব্য

স্মারক নং০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২. তারিখ: ২৮/১২/২০২২ খ্রি.

প্রাপক: উপকর কমিশনার
কর সার্কেল-২৮৭ (কোম্পানী), অঞ্চল-১৪,
ঠিকানা: ১২/১, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : অভিযোগ অনুসন্ধানের স্বার্থে রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি সরবরাহকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং ০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২;

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মো: গুলশান আনোয়ার প্রধান, উপপরিচালককে দলনেতা করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ।

উল্লিখিত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্রাদি সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, চাহিত তথ্যাদি/রেকর্ডপত্রের ছায়ালিপি আগামী ০১/১/২০২৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে অনুসন্ধানকাজে সহযোগিতা করার নিমিত্ত অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী, গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

চাহিত রেকর্ডপত্রের বিবরণ:
(ক) গ্রামীন টেলিকম; (খ) গ্রামীন কল্যাণ; (গ) গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্ট; (ঘ) গ্রামীন নীটওয়্যার; (ঙ) গ্রামীন শিক্ষা; (চ) গ্রামীন হেলথ কেয়ার সার্ভিস; (ছ) গ্রামীণ ফ্যাশন এন্ড ফেব্রিক্স --এই ০৭টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্রের সত্যায়িত ছায়ালিপি-

(০১) উপরে উল্লিখিত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের সকল আয়কর রিটার্নের কপি (শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত) এবং বাৎসরিক কত টাকা ট্যাক্স দিচ্ছে তার ডকুমেন্ট।
(০২) উল্লিখিত ০৭টি প্রতিষ্ঠানে আয়কর বিভাগ থেকে অডিট করা হয়েছে কিনা? যদি অডিট করা হয়ে থাকে তবে সকল অডিট প্রতিবেদনের সত্যায়িত ছায়ালিপি।
(০৩) উল্লিখিত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগের পক্ষ থেকে কোন মামলা করা হয়েছে কিনা? যদি মামলা করা হয়ে থাকে তবে--(ক) মামলা সম্পর্কিত সকল ডকুমেন্ট; (খ) মামলার রায়ের কপি; (গ) যদি মামলার আপিল হয়ে থাকে তবে আপিলের কপি ও আপিল সংক্রান্ত সমুদয় রেকর্ডপত্রের সত্যায়িত ছায়ালিপি।
(০৪) উল্লিখিত ০৭টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ থেকে বর্তমানে কোন অনুসন্ধান চলমান আছে কিনা? যদি কোন অনুসন্ধান চলমান থাকে তবে তার আপডেট তথ্যাদি।
(০৫) অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট অন্য কোন রেকর্ডপত্র (যদি থাকে)।

(খ) প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুছ, প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুছ ট্রাস্ট, ইউনুছ ফ্যামিলি ট্রাস্ট: এই তিন প্রতিষ্ঠানের দানকর সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদির ফটোকপি। এই তিনটি নথির পরিস্থিতি পত্র সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি।

২৮/১২/২০২২
মো: গুলশান আনোয়ার প্রধান
উপপরিচালক

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০২.০১.০২৬.২২. ৪৭৩৮৯/১(৩) তারিখ: ২৮/১২/২০২২ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:
১। চেয়ারম্যান, রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪, ১২/১, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
৩। পরিচালক (বিশেষ অনু: ও তদন্ত-২) ও তদারককারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
৪। অফিস কপি।

২৮/১২/২০২২
মো: গুলশান আনোয়ার প্রধান
উপপরিচালক

৪। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দুদকের চলমান অনুসন্ধানের হালনাগাদ তথ্যাদি।

ক।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট।
খ।	গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের লভ্যাংশ বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দূর্নীতি।
গ।	গ্রামীন ব্যাংক কর্তৃক ইউনূস সেন্টারকে ভবন ভাড়া দেয়া সংক্রান্ত অনিয়ম অনুসন্ধান।
ঘ।	দুদক কর্তৃক চলমান অনুসন্ধানের তালিকা।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর হতে গত ১৪/০৭/২০২২ তারিখে ক) গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদেরলভ্যাংশ প্রদান সংক্রান্ত অনিয়ম এবং খ) গ্রামীণ টেলিকম হতে ২৯৭৭ কোটি টাকা বেআইনীভাবে স্থানান্তরের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য দুদকে চিঠি প্রেরণ করা হয়।

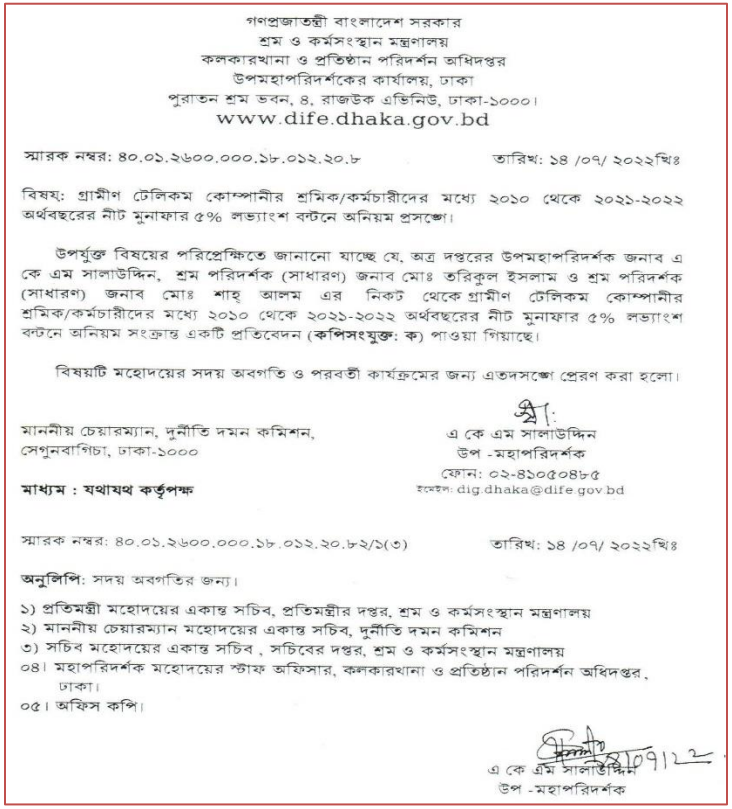

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা
পুরাতন শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
www.dife.dhaka.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.২৬০০.০০০.১৮.০১২.২০.৮ তারিখ: ১৪ /০৭/ ২০২২খিঃ

বিষয়: গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানীর শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে ২০১০ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নীট মুনাফার ৫% লভ্যাংশ বন্টনে অনিয়ম প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক জনাব এ কে এম সালাউদ্দিন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম ও শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ শাহ্ আলম এর নিকট থেকে গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানীর শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে ২০১০ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নীট মুনাফার ৫% লভ্যাংশ বন্টনে অনিয়ম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন (**কপিসংযুক্ত: ক**) পাওয়া গিয়াছে।

বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এ কে এম সালাউদ্দিন
উপ -মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৪১০৫০৪৮৫
ইমেইল: dig.dhaka@dife.gov.bd

মাননীয় চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মাধ্যম : যথাযথ কর্তৃপক্ষ

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.২৬০০.০০০.১৮.০১২.২০.৮২/১(৩) তারিখ: ১৪ /০৭/ ২০২২খিঃ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

১) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২) মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৪। মহাপরিদর্শক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি।

এ কে এম সালাউদ্দিন
উপ -মহাপরিদর্শক

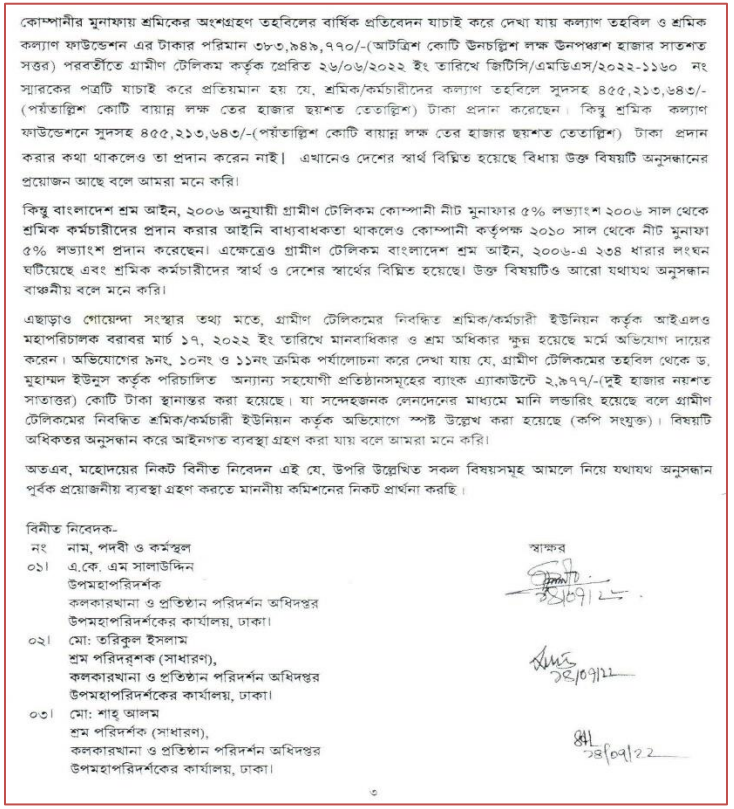

কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদন যাচাই করে দেখা যায় কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর টাকার পরিমান ৩৮৩,৯৪৯,৭৭০/-(আটত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত সত্তর) পরবর্তীতে গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক প্রেরিত ২৬/০৬/২০২২ ইং তারিখে জিটিসি/এমডিএস/২০২২-১১৬০ নং স্মারকের পত্রটি যাচাই করে প্রতিয়মান হয় যে, শ্রমিক/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলে সুদসহ ৪৫৫,২১৩,৬৪৩/-(পয়তাল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ তের হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ) টাকা প্রদান করেছেন। কিন্তু শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে সুদসহ ৪৫৫,২১৩,৬৪৩/-(পয়তাল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ তের হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ) টাকা প্রদান করার কথা থাকলেও তা প্রদান করেন নাই। এখানেও দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে বিধায় উক্ত বিষয়টি অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী নীট মুনাফার ৫% লভ্যাংশ ২০০৬ সাল থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রদান করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ২০১০ সাল থেকে নীট মুনাফা ৫% লভ্যাংশ প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ টেলিকম বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ ২৩৪ ধারার লংঘন ঘটিয়েছে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের বিঘ্নিত হয়েছে। উক্ত বিষয়টিও আরো যথাযথ অনুসন্ধান বাঞ্চনীয় বলে মনে করি।

এছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য মতে, গ্রামীণ টেলিকমের নিবন্ধিত শ্রমিক/কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক আইএলও মহাপরিচালক বরাবর মার্চ ১৭, ২০২২ ইং তারিখে মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ৯নং, ১০নং ও ১১নং ক্রমিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গ্রামীণ টেলিকমের তহবিল থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ২,৯৭৭/-(দুই হাজার নয়শত সাতাত্তর) কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। যা সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়েছে বলে গ্রামীণ টেলিকমের নিবন্ধিত শ্রমিক/কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক অভিযোগে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধান করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বলে আমরা মনে করি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, উপরি উল্লেখিত সকল বিষয়সমূহ আমলে নিয়ে যথাযথ অনুসন্ধান পুর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাননীয় কমিশনের নিকট প্রার্থনা করছি।

বিনীত নিবেদক-

নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	স্বাক্ষর
০১।	এ.কে. এম সালাউদ্দিন উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।	
০২।	মো: তরিকুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।	
০৩।	মো: শাহ্ আলম শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।	

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট।

ক। গত ০৪/০৮/২০২১ তারিখে গ্রামীণ টেলিকম অবসায়ন মামলার (নং-২৭১/২০২১) চূড়ান্ত রায়ে বিচারপতি খুরশীদ আলম গ্রামীণ টেলিকমের লভ্যাংশ প্রদান এবং অর্থ পাচারের বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ। বিচারপতি খুরশীল আলম প্রদত্ত গ্রামীণ টেলিকম অবসায়ন মামলার চূড়ান্ত রায় নিম্নরুপঃ

দুর্নীতি দমন কমিশনকে নিম্নক্ত বিষয়সমূহ তদন্তের নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

১) ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালনা পরিষদ গ্রামীণ টেলিকম হতে অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্তর করেছেন কিনা।

২) বর্ণিত মামলাটির মীমাংসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও ইউনিয়ন নেতাদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের ব্যত্যয় হয়েছে কিনা।

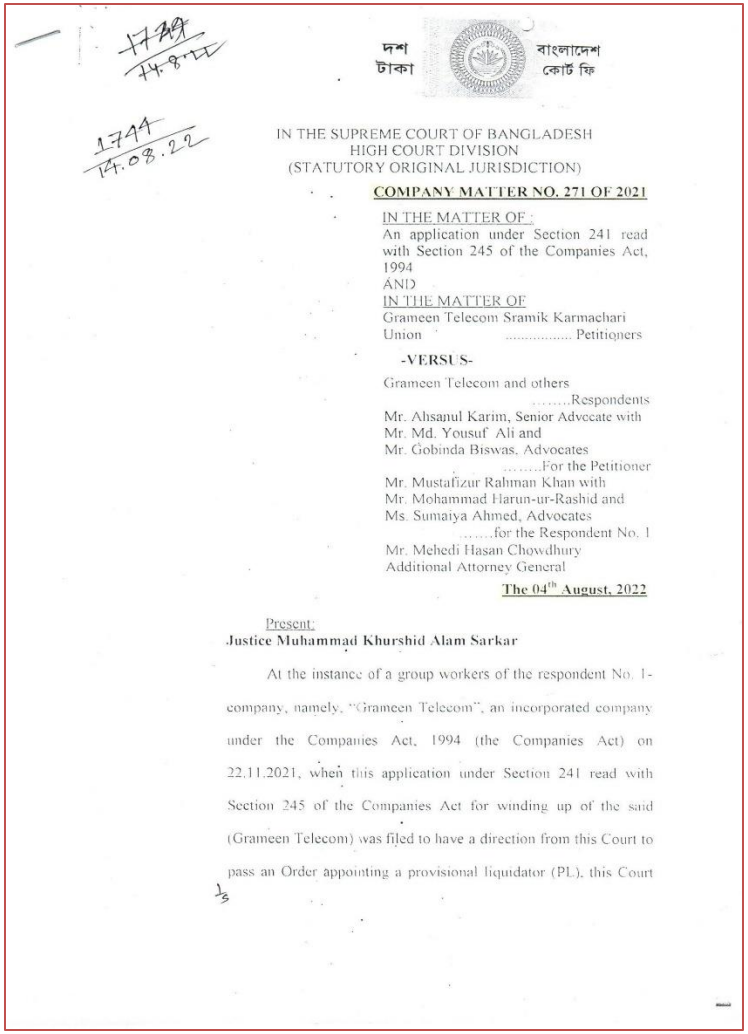

দশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(STATUTORY ORIGINAL JURISDICTION)

COMPANY MATTER NO. 271 OF 2021

IN THE MATTER OF :
An application under Section 241 read with Section 245 of the Companies Act, 1994
AND
IN THE MATTER OF
Grameen Telecom Sramik Karmachari Union ..... Petitioners

-VERSUS-

Grameen Telecom and others
.....Respondents

Mr. Ahsanul Karim, Senior Advocate with
Mr. Md. Yousuf Ali and
Mr. Gobinda Biswas, Advocates
.....For the Petitioner

Mr. Mustafizur Rahman Khan with
Mr. Mohammad Harun-ur-Rashid and
Ms. Sumaiya Ahmed, Advocates
.....for the Respondent No. 1

Mr. Mehedi Hasan Chowdhury
Additional Attorney General

The 04th August, 2022

Present:
Justice Muhammad Khurshid Alam Sarkar

At the instance of a group workers of the respondent No. 1-company, namely, "Grameen Telecom", an incorporated company under the Companies Act, 1994 (the Companies Act) on 22.11.2021, when this application under Section 241 read with Section 245 of the Companies Act for winding up of the said (Grameen Telecom) was filed to have a direction from this Court to pass an Order appointing a provisional liquidator (PL), this Court

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট।

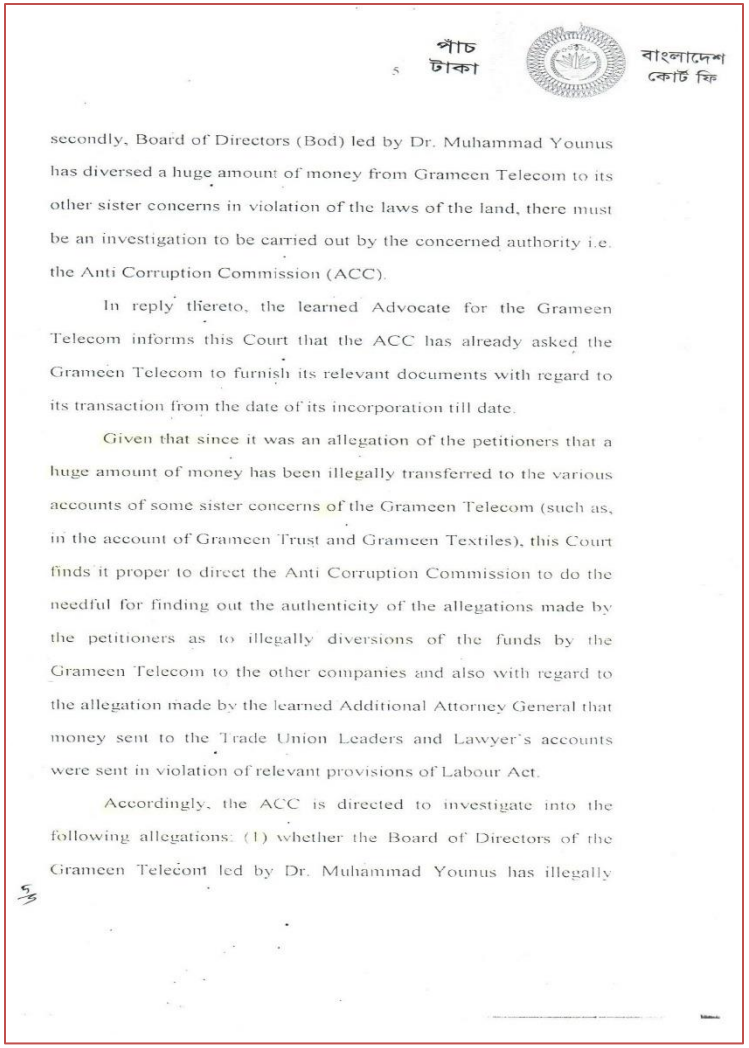

পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

secondly, Board of Directors (Bod) led by Dr. Muhammad Younus has diversed a huge amount of money from Grameen Telecom to its other sister concerns in violation of the laws of the land, there must be an investigation to be carried out by the concerned authority i.e. the Anti Corruption Commission (ACC).

In reply thereto, the learned Advocate for the Grameen Telecom informs this Court that the ACC has already asked the Grameen Telecom to furnish its relevant documents with regard to its transaction from the date of its incorporation till date.

Given that since it was an allegation of the petitioners that a huge amount of money has been illegally transferred to the various accounts of some sister concerns of the Grameen Telecom (such as, in the account of Grameen Trust and Grameen Textiles), this Court finds it proper to direct the Anti Corruption Commission to do the needful for finding out the authenticity of the allegations made by the petitioners as to illegally diversions of the funds by the Grameen Telecom to the other companies and also with regard to the allegation made by the learned Additional Attorney General that money sent to the Trade Union Leaders and Lawyer's accounts were sent in violation of relevant provisions of Labour Act.

Accordingly, the ACC is directed to investigate into the following allegations: (1) whether the Board of Directors of the Grameen Telecom led by Dr. Muhammad Younus has illegally

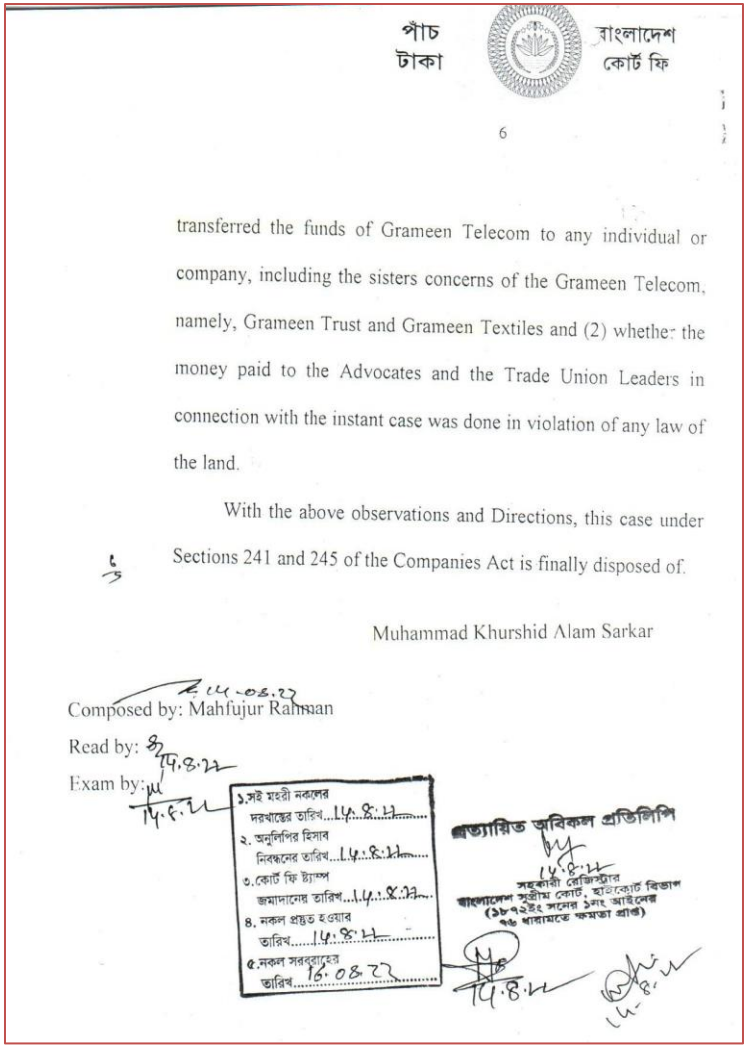

পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

6

transferred the funds of Grameen Telecom to any individual or company, including the sisters concerns of the Grameen Telecom, namely, Grameen Trust and Grameen Textiles and (2) whether the money paid to the Advocates and the Trade Union Leaders in connection with the instant case was done in violation of any law of the land.

With the above observations and Directions, this case under Sections 241 and 245 of the Companies Act is finally disposed of.

Muhammad Khurshid Alam Sarkar

Composed by: Mahfujur Rahman

Read by:

Exam by:

১.সই মহরী নকলের দরখাস্তের তারিখ...১৫.৪.২২
২. অনুলিপির হিসাব নিবন্ধনের তারিখ...১৫.৪.২২
৩.কোর্ট ফি ট্যাম্প জমাদানের তারিখ...১৫.৪.২২
৪. নকল প্রস্তুত হওয়ার তারিখ...১৫.৪.২২
৫.নকল সরবরাহের তারিখ...১৬.০৪.২২

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ইং সনের ১নং আইনের ৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত)

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীণ গ্রামীণ টেলিকমের পরিষদের অর্থ পাচারসহ অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য দুদক ২৮/০৭/২০২২ তারিখে তিন সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করে। দুদকের তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

BBC NEWS বাংলা

মূলপাতা ভিডিও

মুহাম্মদ ইউনূস: গ্রামীণ টেলিকমের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করছে দুদক

২ অগাস্ট ২০২২

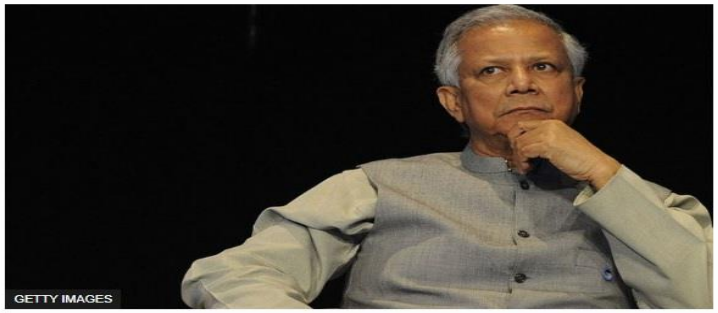

মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পান।

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইউনূসহ গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালনা পর্ষদের চারজন সদস্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করতে তিন সদস্যের একটি টিম গঠন করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন।

প্রথম আলো

বুধবার, ০৫ এপ্রিল ২০২৩

সর্বশেষ বিশেষ সংবাদ রাজনীতি করোনাভাইরাস বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য মতামত

বাংলাদেশ

গ্রামীণ টেলিকমের এমডিসহ চারজনকে দুদকে তলব

Syndication ঢাকা

প্রকাশ : ২২ আগস্ট ২০২২, ২০ : ৫৮

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

অর্থ আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নাজমুল ইসলামসহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অন্য তিনজন হলেন গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম, তাঁদের আইনজীবী মো. ইউসুফ আলী ও জাফরুল হাসান শরীফ। ২৫ আগস্ট দুদকে হাজির হয়ে তাঁদের বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল ইসলামসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ ও কোম্পানি থেকে ২ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা পাচারসংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। এর অংশ হিসেবে চারজনকে ডাকা হয়েছে।

গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের লভ্যাংশ বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দূর্নীতি

- গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের WPPF এর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষের মাঝে ২৭ এপ্রিল, ২০২২ সালে সর্বমোট ৪৩৭,০১,১২,৬২১/= (চারশত সাইত্রিশ কোটি এক লক্ষ ছয়শত একুশ) টাকা লভ্যাংশ প্রদানের নিমিত্তে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানের সমুদয় অর্থ শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য হলেও ডঃ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন গ্রামীণ টেলিকম পরিচালনা পরিষদের যোগশাযোশে উক্ত অর্থের ৬% হিসেবে সর্বমোট ২৬,২২,০৬,৭৮০/= (ছাব্বিশ কোটি বাইশ লক্ষ ছয় হাজার সাতশত আশি) টাকা গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের একাউন্টে প্রদান করা যা সম্পূর্ণ বেআইনী ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে পরবর্তীতে তিন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা ও দুইজন আইনজীবী গ্রহন করেন। উপরন্তু ১৬৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীর প্রকৃত প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ ৪০৯,৬৯,২২,৭৮৯ (চারশত নয় কোটি উনসত্তর লক্ষ্য বাইশ হাজার সাতশত উনানব্বই) টাকা হিসাব করা হলেও প্রাপ্য লভ্যাংশের অতিরিক্ত প্রায় ২৭ কোটি টাকা সেটেলমেন্ট একাউন্টে তছরুপের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা হয়।
- উল্লেখ্য, লভ্যাংশ প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযগে শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থ সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান ঢাকা মিরপুর মডেল থানায় গত ০৪/০৭/২০২২ তারিখ একটি মামলা দায়ের করেন যার নম্বর-১৩/৪৫০। ডিবি পুলিশ গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে বর্ণিত মামলার আসামী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কামরুজ্জামান, সাঃ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ মাহমুদ হাসান ও ২৪/০৮/২০২২ তারিখে সহ-সভাপতি মোঃ মাইনুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।
- **মন্তব্যঃ** **দুদকের অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে এক নম্বর আসামী করে মামলা দায়ের এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।**

গ্রামীন ব্যাংক কর্তৃক ইউনূস সেন্টারকে ভবন ভাড়া দেয়া সংক্রান্ত অনিয়ম

- ২০০৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ভবনের (ঠিকানাঃ মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬) ১৬ তলায় ১১,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বাৎসরিক মাত্র ১০০০ টাকায় ডঃ ইউনূসের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান 'ইউনূস সেন্টার'-কে ২৪ বছরের জন্য লিজ প্রদান করে নোবেল লরিয়েট ট্রাস্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠান। ৩ আগস্ট, ২০০৮ সালে সম্পাদিত লিজ চুক্তিতে ইউনূস সেন্টারের পক্ষ স্বাক্ষর করেন ডঃ ইউনুস এবং নোবেল লরিয়েট ট্রাস্টের পক্ষ স্বাক্ষর করেন জনৈক তবারক হোসেন। উক্ত অসম চুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক আর্থিকভাবে প্রায় ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে গ্রামীণ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়।
- **মন্তব্যঃ** **দুদকের অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে এক নম্বর আসামী করে মামলা দায়ের এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।**

দুদক কর্তৃক চলমান অনুসন্ধানের তালিকা।

১।	**ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের ব্যক্তিগত আয়কর ফাঁকি সংক্রান্ত দুর্নীতি**	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের আয়কর নথিতে কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে আনা রেমিটেন্স ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ট্রাস্টে স্থানান্তর, অসংগতিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত আয়কর দাখিল, অস্বাভাবিক খরচ দেখানোসহ বিবিধ অনিয়ম হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।	বিস্তারিত নথিপত্র সংগ্রহপূর্বক দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। ডঃ ইউনুসের সম্পদ অনুসন্ধানে দুদক বিএফআইইউ এর মাধ্যমে সাতটি দেশে চিঠি প্রেরণ করেছে।
২।	**নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি থাকা এবং এমডি থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত দুর্নীতি**	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস বিধিবহির্ভূতভাবে প্রায় দশবছর গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদের থাকার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক হতে ৫২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০৪ টাকার আর্থিক সুবিধাসহ অনান্য সুবিধাদি গ্রহন করেছেন। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক এমডি থাকাকালীন তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থহানী হয় এমন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।	দুদকের অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। বিস্তারিত প্রমাণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মামলা দায়েরের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩।	**গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ এবং গ্রামীণ ফেব্রিকস লিঃ এর আর্থিক অনিয়ম এবং সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত দুর্নীতি**	উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট ও গ্রামীণ টেলিকমের অর্থায়নে গঠিত। গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট ও গ্রামীণ টেলিকম হতে গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ এবং গ্রামীণ ফেব্রিকস লিঃ এ ইকুইটি শেয়ার ও ঋণ বাবদ যথাক্রমে ২৯১ কোটি ও ৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এতো বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান দুটিকে অদ্যবধি লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হচ্ছে। শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ গ্রামীণ নীটওয়্যার এর লোকসান দেখানো হয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা। একই ভাবে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালে গ্রামীণ ফেব্রিকসের লোকসান দেখানো হয়েছে ৭০ কোটি টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির মাধ্যমে গ্রামীণ টেলিকমের অর্থ অন্যত্র স্থানান্তরের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।	দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪।	**গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে জমি ক্রয় সংক্রান্ত সম্ভাব্য দুর্নীতি**	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টসহ গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৬২০ কোটি টাকার জমি ক্রয় করা হয়েছে। শুধু মাত্র গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের নামেই কেনা হয়েছে ১৫৩৩ কোটি টাকার জমি। উক্ত জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশন বাণিজ্যের নামে অতিরিক্ত প্রদান, জমির শ্রেণী পরিবর্তন ইত্যাদি অনিয়ম সংঘটিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।	দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি।

ক।	ডঃ ইউনুস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি
খ।	ডঃ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে চলমান আয়কর মামলার তালিকা
গ।	গুরুত্বপূর্ণ আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

ডঃ ইউনুস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এবং তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর অঞ্চল-১৪ এর মোট কর দাবির পরিমাণ ১১১১,০৭,৪৯,১১২/- (এক হাজার একশত এগারো কোটি সাত লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার একশত বার) টাকা। অর্থাৎ ডঃ ইউনূস তার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিতভাবে উল্লেখিত অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন।
- উক্ত কর আদায়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত ও বাঁধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ডঃ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহ অদ্যবধি উচ্চ আদালতে ৯টি রীট মামলা এবং ২৯টি রেফারেন্স মামলা (সর্বমোট ৩৮ টি মামলা) দায়ের করেছে।
- উচ্চ আদালতের নির্দেশে মামলাসমূহের কার্যক্রম স্থগিতাবস্থায় থাকায় কর অঞ্চল-১৪ রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে।

ডঃ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে চলমান আয়কর মামলার তালিকা

রীট মামলা						
ক্রঃ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবাদী	সংখ্যা	আয়কর ফাঁকির পরিমাণ	তারিখ	মন্তব্য
১।	গ্রামীণ কল্যাণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৬	৬৭১,১১,৭৬,৩২২/-	১৪/০১/২০১৮	০৯/০৪/২০২৩ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে।
২।	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	২	২০৯,৯৮,৫৭,৭৩৮/-	২০২০	২৯/০৮/২০২৩ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে।
৩।	গ্রামীণ শক্তি	অর্থ মন্ত্রণালয়	১	৫৭,২৫,১৯০/	১২/১০/২০২০	-
৪।	গ্রামীণ টেলিকম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১	০	০৩/১২/২০১৮	অডিট কার্যক্রমের জন্য প্রেরিত নোটিশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত। নিষ্পত্তি হয়নি।
		মোট	৯	৮৮১,৬৭,৫৯,২৫০/-		
রেফারেন্স মামলা						
৫।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	৩	১২,৪৬,৭২,৬০৮/-	১৪/০৯/২০১৫	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে।
৬।	গ্রামীণ কল্যাণ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	২	১৫৯,৬৭,৯৫,৩২৬/-	২৪/১১/২০২০, ২১/০৩/২০২১	-
৭।	গ্রামীণ টেলিকম	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	৩০,০০,৩৬৭/-	১২/১১/২০২০	-
৮।	গ্রামীণ ট্রাষ্ট	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	৩	১,০৭,২২,৬৪৪/-	১৩/০১/২০০৯, ০৭/০৮/২০১১	
৯।	গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	৪	৩,৫২,২৩,০৯৭/-	২৩/০৫/২০০৬, ২৮/১১/২০০৬	
১০।	গ্রামীণ উদ্যোগ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	৬৩,২৬,২৭০/-	০২/০৪/২০০৭	-
১১।	গ্রামীণ মৎস ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	৪	১,৮২,১৮,৭৬৩/-	২০/১১/২০০৮, ২৫/০৯/২০১৬, ০২/০২/২০২২, ১৪/০৩/২০২২	-
১২।	গ্রামীণ সামগ্রী	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	৭,৪২,২৭৪/-	৩১/০১/২০০৮	-
১৩।	গ্রামীণ ডানোন ফুডস লিঃ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	১৪,২৩০/-	২৭/০৬/২০১১	-
১৪।	গ্রামীণ বাইটেক লিঃ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	৮,১৮,৪৬৭/-	১৫/০৬/২০১১	-
১৫।	গ্রামীণ শক্তি	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	৬	৪৭,৮৫,৭২,৩০৮/-	২৭/০৭/২০১৬, ৩০/০১/২০১৭, ০৪/০৭/২০১৭, ০৬/১১/২০১৯, ৪/১২/২০১৯	-
১৬।	গ্রামীণ হেলথকেয়ার সার্ভিসেস লিঃ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	১৯,৭৩,৯৮৫/-	৩০/০৭/২০১৭	-
১৭।	গ্রামীণ ভেউলিয়া ওয়াটার লিঃ	কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১৪	১	১,৬৯,০৯,৫২৩/-	১৯/০৫/২০১৬	
		মোট	২৯	২২৯,৩৯,৮৯,৮৬২/-		

রিট ও রেফারেন্স মামলার সর্বমোট সংখ্যাঃ ৩৮

জড়িত আয়কর ফাঁকির পরিমাণঃ ১,১১১,০৭,৪৯,১১২/ (এক হাজার একশত এগারো কোটি সাত লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার একশত বার টাকা)

গুরুত্বপূর্ণ আয়কর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রঃ	ব্যক্তির নাম	রেফারেন্স মামলার নম্বর ও করবর্ষ	মামলা দায়ের এর তারিখ	জড়িত রাজস্ব	মোট মামলা সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	মন্তব্য
১।	ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস	১০৯/২০১৫ ২০১১-২০১২	১৪/০৯/২০১৫	৯,৯৫,২৮,৫৮৮/-	মোট মামলাঃ **০৩টি** মোট জড়িত রাজস্বঃ **১২,৪৬,৭২,৬০৮/-** (বার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত আট)	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে। **এনএসআই এর উদ্যোগে বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম এবং বিচারপতি সরকার মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ১২ নং বেঞ্চে ৫/৪/২০২৩ তারিখ শুনানীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।**
		১০৯/২০১৫ ২০১১-২০১২	১৪/০৯/২০১৫	১,২৯,৭৭,০১০/-		
		১০৯/২০১৫ ২০১১-২০১২	১৪/০৯/২০১৫	১,২১,৬৭,০১০/-		

ক্রঃ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	রীট মামলার নম্বর ও করবর্ষ	মামলা দায়ের এর তারিখ	জড়িত রাজস্ব	মোট মামলা সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	মন্তব্য
২।	গ্রামীণ কল্যাণ	১৪২৬৩/২০১৭ ২০১১-২০১২	১৪/০১/২০১৮	৪,২০,২৩,৫৯২/-	মোট মামলাঃ **০৬ টি** মোট জড়িত রাজস্বঃ **৬৭১,১১,৭৬,৩২২/-** (ছয়শত একাত্তর কোটি এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বাইশ)	০৯/০৪/২০২৩ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে। **এনএসআই এর উদ্যোগে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুবুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ১৩ নং বেঞ্চে ৩/৪/২০২৩ তারিখ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। কার্যক্রম শুরু হয়েছে।**
		১৭৭২৭/২০১৭ ২০১২-২০১৩	১৪/০১/২০১৮	১৮৯,২৫,২৫,৪৬৬/-		
		১৭৭২৭/২০১৭ ২০১৩-২০১৪	১৪/০১/২০১৮	১৩২,৭৭,৪৬,০১২/-		
		১৭৭২৭/২০১৭ ২০১৪-২০১৫	১৪/০১/২০১৮	১১৪,০২,৮২,৫৭৪/-		
		১৭৭২৭/২০১৭ ২০১৫-২০১৬	১৪/০১/২০১৮	১১৫,২২,৯৬,৬২৫/-		
		১৭৭২৭/২০১৭ ২০১৬-২০১৭	১৪/০১/২০১৮	১১৫,৬৩,০১,৬৯৩/-		
৩।	গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট	৮৭৩৩/২০২০ ২০১১-২০১২	-	১৭,৬২,৬৩,৭৭৯/-	মোট মামলাঃ **০২ টি** মোট জড়িত রাজস্বঃ **২০৯,৯৮,৫৭,৭৩৮/-** (দুইশত নয় কোটি আটানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত আটত্রিশ)	২৯/০৮/২০২৩ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে। **এনএসআই এর উদ্যোগে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুবুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ১৩ নং বেঞ্চে ৩/৪/২০২৩ তারিখ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। কার্যক্রম শুরু হয়েছে।**
		৮৭৩৩/২০২০ ২০১২-২০১৩	-	১৯২,৩৫,৯৩,৯৫৯/-		

সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ

- দুদক ইতোমধ্যে দুইটি অভিযোগে ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।
- ডঃ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কর মামলা এবং উচ্চ আদালতের রিট পিটিশন ও রেফারেন্স মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে কর দাবি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- ডঃ মুহাম্মন ইউনূসের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলের অপ্রদর্শিত অর্থের বিষয়ে প্রমাণাদি সংগ্রহ পূর্বক মামলা দায়েরের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে গ্রামীন ব্যাংকের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষনপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রামীন ব্যাংকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা যেতে পারে।
- গ্রামীণ নীটওয়্যার এবং গ্রামীন ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশনে সংঘটিত সম্ভাব্য আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে প্রমাণাদি সংগ্রহপূর্বক মামলা দায়েরের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।
- ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিষয়ে সাম্প্রতিক চিঠির প্রেক্ষিতে ডঃ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।